রূপকথা।

(কৌতুক-নাট্য)

[১লা আষাঢ় ১৩১৯ সাল শনিবার, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।]

শ্রীমনোজমোহন বসু বি, এল, প্রণীত

৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ইউনিভারসাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলেজস্কোয়ার,
উইল্‌কিন্স প্রেসে জে, এন, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।



Manoj Mohan Bose.

উপহার

স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণ উদ্দেশে



নিবেদন।

রূপকথা লইয়া নাট্যরঙ্গ (Pantomime) রচনা ইংরাজি নাট্য-জগতে যথেষ্ট চলিত আছে (Cinderella, Sleeping Beauty, Babes in the Wood ইত্যাদি)। কিন্তু বাঙ্গালায়, রূপকথার উপর প্রতিষ্ঠিত গীতিনাট্য দুই একখানি থাকিলেও, প্যাণ্টোমাইম নাই। সেই চেষ্টাই করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, গম্ভীর বিষয় লইয়া কৌতুক, কালের অসামঞ্জস্য (Anachronism) ও অতিরঞ্জন-মূলক বিদ্রূপ, (অন্যত্র দোষাবহ হইলেও) প্যাণ্টোমাইমের এইগুলিই প্রধান উপাদান। গল্পটিকে ছলমাত্র করিয়া পঞ্চরঙের আমোদ উপভোগ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

তাই খাঁটি ইংরাজি প্যাণ্টোমাইমে আখ্যানবস্তু (Plot) প্রায় থাকে না। কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ চলে না বলিয়া, বাধ্য হইয়া কতকটা উপাখ্যান ভাগ দিতে হইয়াছে; এবং তজ্জন্য স্থানে স্থানে প্যাণ্টোমাইমের অনুপযোগী গুরু ঘটনাবলীও চিত্রিত করিতে ও তদনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

অভিনয়কালে (সময় সংক্ষেপার্থ) কতক কতক অংশ পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করা গিয়াছে।

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

সূত্রধার, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগরপুত্র, বেঙ্গমা, বোক্কস, রাক্ষস, উকিল কৃতান্তকুমার গুহ, দালাল বঙ্গচন্দ্র, চাষা, তেলারাম ওস্তাদ, উড়ে পাণ্ডাগণ, হোটেলের ম্যানেজার, ওয়েটারগণ।

স্ত্রী।

নটী, রাজকন্যা, বুক্কুসী, রাক্ষসীরাণী, বেঙ্গমী, বৃদ্ধা, পরীগণ, ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসিগণ, রাক্ষসীগণ, কল্পনাকুমারীগণ, অন্যান্য নটীগণ।

রূপকথা।



প্রস্তাবনা।

নাট্যশালা।

নান্দী।

গীত।

রূপকথা রূপকথা রূপকথা
ওগো শুনবে যদি একটি রূপকথা, (হ্যাঁগা শুনবে ?)
তবে কর্ম্ম ফেলে দলে দলে ছুটে সবাই এস হেথা।
গোলমালটি ক'রো নাক
লক্ষ্মী হয়ে বসে থাক
জেগে বসে মাঝে মাঝে "হুঁ" দিও আর নেড়ো মাথা।
একটি মনে শোন যদি হৃদয় মাঝে দেখবে আলো,
তুমি যারে ভালবাস সে তোমারে বাসবে ভালো,
থাকবে না আর ঝগড়া ঝাঁটি
ঘুচবে মনের ময়লা মাটি
শুনলে মধুর রূপকথাটি
জুড়িয়ে যাবে প্রাণের ব্যথা।

[সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ]

নটী। সমাগত সুধীজনে শত-নমস্কার।

আজি এ মধুর রাতি উৎসব আবেশময়ী,
মধুর মলয় বহে প্রফুল্লি অন্তর।
হাস্যময়ী বসুন্ধরা উল্লাস তরঙ্গে ভাসে,
খেলিছে মানব-হৃদে আনন্দ লহর।
দীপ্তালোক আলোকিত, সমুজ্জ্বল রঙ্গভূমি,
অপূর্ব্ব শোভায় মরি সেজেছে কেমন।
মোহন সুচারু সাজে সুসজ্জিত সভাতল,
পুলকে পূর্ণিত হৃদি সর্ব্ব সভাজন।
নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ সমাগত কৃপা করি
পবিত্রিয়া নাট্যশালা শুভ পদার্পণে।
আজি এ মিলন রাতে বল সখা দয়া করি
কি দিয়ে তুষিব মোরা মহামতিজনে।

সুত্র। কি দিয়ে তুষিব সখি; কি আর মোদের আছে?
দীন নটনটী মোরা বিদিত জগতে।
শুধু দুটো কথা কয়ে, শুধু দুটো গান গেয়ে,
কাটাই প্রহর দুই আনন্দ বিলাতে।
তার পর ঘরে গিয়ে যদি কারো কদাচিৎ
আজিকার স্মৃতি রেখা আঁকি থাকে মনে।
মহাভাগ্যফল ভেবে, আপনারে ধন্য মানি,
সেইমাত্র পুরস্কার নটের জীবনে।

নটী। কিন্তু মনে বাসি ভয় যদি কোন হয় ভুল,
তুষ্টিদানে ত্রুটি কিছু যদি ঘ'টে যায়।

অভাগ্য কপাল দোষে, হন রুষ্ট সভাজনে
মরমে মরিব সখা, সরমের দায়।

সূত্র। কেন সখি, কর ভয়, হারি জিনি নাহি লাজ,
সহৃদয় বিচারক দর্শক সুজন।
অখ্যাতি বা পুরস্কার ভাগ্যের লিখন যাহা,
সমভাবে হাসিমুখে করিব গ্রহণ।
হৃদয়ে বাঁধিয়া বল করলো আপন কাজ,
যুক্তকরে ভক্তিভরে স্মরি নটনাথে।
যদি মিলে করতালি, কিম্বা জুটো গালাগালি,
যাহা পাব আকিঞ্চনে লব শির পেতে।
মোদের জনম শুধু তুষিতে মহত জনে,
আপনার সুখ-দুঃখ চাপিয়া অন্তরে,
পরতরে হাসি কাঁদি পরতরে গাহি গান,
হায় রে, নটের ব্যথা কে বুঝে সংসারে।
যদি গো গোপন দুখে হৃদয় বিদারি যায়,
বাহিরে প্রকাশ কভু নহেক সে জ্বালা।
মুছে ফেলি অশ্রুবিন্দু মুখেতে মাখিয়া হাসি
নাচি গাহি তুলি রঙ্গে আনন্দের মেলা।
তবে কেন মিছে ভয়, এস সখি ত্বরা করি
এস গো বিনোদ বেশে আলোকিয়া প্রাণ।
ছন্দোবন্ধে বাঁধি তান গাহ সুমঙ্গল গান,
ছুটুক এ নাট্যভূমে উল্লাস তুফান।
অপরূপ রাগরঙ্গে মোহন বিচিত্র ভঙ্গে
সুনিপুণ নাট্যকলা কর প্রকাশিত।

গুণগ্রাহী মহাজনে ভুলি দোষ, গুণ ধরি,
করিবেন শিরোপরি আশীষ বর্ষিত।

নটী। কিন্তু সখা রেখো মনে, নূতন বিধান এবে
নব্যবঙ্গ নাট্যভূমে হয়েছে প্রকাশ।
চলিবে না আজি আর সেই রীতি পুরাতনী,
নব যুগে নবভাবে রঙ্গের বিকাশ।
নাট্য-কলা দগ্ধ করি মাখায়ে গর্জ্জন তৈল,
হয়েছে প্রস্তুত আহা অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন।
ছিন্ন-তন্ত্রী আলাপিনী, কেঁদে মরে বীণাপাণি,
আর ত বাজে না তায় ললিত নিক্কণ।
নবরসে একাকার, বিধ্বস্ত সঙ্গীত শাস্ত্র,
লণ্ড-ভণ্ড ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
চটুলতা তীব্রস্রোতে ধুয়ে যায় কাব্যরস,
সং রং ঢংয়ে কিবা বিচিত্র গাঁথনী।

(চারিদিক হইতে নটীগণের প্রবেশ ও সূত্রধারকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য গীত)

গীত।

(ওগো চলবে না, সেত চলবে না, মোটে চলবে না)
চলবে না আর অভিনয়ের সেকেলে বিধান।
হয়েছে নূতন রঙ্গে নূতন ঢঙ্গে থিয়েটারের নিউ ফ্যাসান।
গলা চেরার থাক্‌লে ভয়, হিরো সাজার জো'টি নয়,
রৌদ্ররসের আদ্যশ্রাদ্ধে বসুন্ধরা কম্পমান।

নিউ ফ্যাসান, নিউ ফ্যাসান, নিউ ফ্যাসান, নিউ ফ্যাসান
চাটু ছুড়ে নাচের চোটে, তক্তা চিরে আগুন ছোটে,
কুস্তিগিরির কসলতেতে লাস্যলীলার অবসান।
দিস্তে গুণে সখির মেলা, চিকুর হেনে আঁখির খেলা
(হেরে) চুণকামেতে মুচকি হাসি শিউরে ওঠে সরল প্রাণ।
জংলাসুরে গানের বাহার, লপেটি ক্যা মজেদার,
রাগরাগিণী চট্‌কে মেখে, মা বাগ্‌বাদিনীর পিণ্ডদান।
নিউ ফ্যাসান নিউ ফ্যাসান ইত্যাদি।

রূপকথা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদ কানন।

(রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র)

রাজ। নাঃ, শুধু দিন আসে আর দিন যায়। সেই আলোর পর আঁধার, সেই আঁধারের পর আবার আলো। সেই রৌদ্রের পর ছায়া, সেই ছায়ার পর আবার রৌদ্র। সেই দিবসে মধ্যাহ্ন ভোজন, সন্ধ্যায় নিস্ফল গল্প, রাত্রে পাশাখেলা; আবার সকালে উঠে কেবল সেই পুরাতন দিনটার চর্ব্বিত চর্ব্বণ। বড় জোর না হয়, দুটো পশু পক্ষীর উপর শাণিত অস্ত্রের সাহায্যে বিক্রম প্রকাশ। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনটাতে কি এমনই করেই মরুচে ধরবে বন্ধু?

মন্ত্রী। ভাই, তুমি প্রবল পরাক্রান্ত সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের বংশধর হয়েও যদি এই কথা বল, তবে আমাদের মত গৃহস্থের ছেলের অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। মধ্যাহ্ন ভোজনের শত-ব্যঞ্জন-শোভিত অন্নের থালাটা তোমার জন্যে ত তবু অপেক্ষা করে বসে থাকে। আমাদের যে আবার সেইটের সঙ্গে নিয়মিতরূপে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করতে বিস্তর সাধনা, বিস্তর তপস্যা করতে হয়। আসল কথাটা আমি দেখছি বন্ধু, দুঃখের একান্ত অভাবটাই হচ্চে তোমার যথার্থ দুঃখ।

কোটা। তা বন্ধু, দুঃখের অভাবটাই কি কম দুঃখ। যে কখনও জন্মে চোখের জল ফেলবার অবকাশ পায় নি, সে কি জীবনে সুখের মর্ম্ম বুঝতে পারে ?

রাজ। আচ্ছা, তাই না হয় মানলুম। কিন্তু রোগটা নিরাকরণ করলেই ত হ'ল না। তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও ত চাই। বল দেখি এই ঐশ্বর্য্যের সুকোমল কোলে শুয়ে, বাপ মা আত্মীয় স্বজনের স্নেহের বাতাসে লালিত হয়ে, তোমাদের মত মধুময় বন্ধুগণের মাঝখানে থেকে দুঃখের মূর্ত্তিটা দেখতে পাই কোথায় ? ধর না হয়, নিজেকে নির্দ্দয় ভাবে চিম্‌টি কাটতে থাকলে, দৈহিক দুঃখের ঈষৎ একটু আভাষ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার দুঃখ আর কতটুকু যে তাতে আমার এই সুখের সান্নিপাতিকে কিছু উপকার দর্শাবে ! বল ভাই মন্ত্রীপুত্র, তুমি যখন রোগ ধরেছ, তখন তোমাকেই এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

মন্ত্রী। বন্ধু, সুখের সান্নিপাতিকে নিদানশাস্ত্রে শুনেছি একটা বড় ফলদায়ক ঔষধ আছে। সেটি হচ্চে একটি উপযুক্ত রকম গৃহিণী। বিশেষতঃ যদি তাঁর জিহ্বার অগ্রভাগটা একটু ধারাল থাকে, তবে পর্ব্বতপ্রমাণ সুখের বোঝাও নিমেষের মধ্যে গলে যায়। তবে তাতে একটা কেবল গোলমাল আছে যে সময় সময় রোগবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অন্তরাত্মাও খাবি খেতে থাকেন।

রাজ। তাই ত, সেও ত বড় ভয়ের কথা। তবে কি জীবনটা এমনিই কাটবে বন্ধু ? শুধু অলস বাসনা আর তার পরিতৃপ্তির অবসাদ ! শুধু নিষ্ফল নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোত প্রাচীরবেষ্টিত পরিখার মধ্যে দিয়েই বহে যাবে ? না, না, তা কখনই হতে দেব না। যুক্তি দাও বন্ধু, কি কর্ত্তব্য।

সওদা। দেখ ভাই, আমার বুদ্ধিটা তোমাদের চেয়ে কিছু কম। তবে একটা কথা বলি শুন। দুঃখের মর্ম্মই যদি বুঝতে চাও, তবে কি সে হেথায় বসে পাবে? শক্তিমান সৌভাগ্যশালী ধরণীশ্বরের পুত্র তুমি, এখানে কার সাধ্য দুঃখের ছায়াও তোমাকে দেখায়? দেখ, আমি সওদাগরের ছেলে। দুনিয়া ঘুরে, দুঃখকে জীবনের সাথী করে, জন্ম কাটান আমার পিতৃপিতামহের ব্যবসা। আমি বলি যদি দুঃখের অপূর্ব্ব-দৃষ্ট অপরূপ মূর্ত্তিই দেখতে চাও, তবে চল দেশ ভ্রমণে যাই। জীবনে কোথায় কি আছে না আছে সবই জানবে।

রাজ। অ্যাঁ তাইত বন্ধু, এ আজ তুমি আমায় কি কথা শোনালে! হৃদয়ের অতি নিভৃত অংশে যেন একটা আধ-ছেঁড়া তার এতদিন বেসুরো বাজছিল, তুমি সুনিপুণ অঙ্গুলি সঞ্চালনে তা ঠিক করে দিলে। দেশদেশান্তর ভ্রমণ! কি মনোরম, কি প্রাণোন্মাদক কথা! কি মধুময় স্বপ্ন! আচ্ছা বন্ধু, তুমি ত তোমার আত্মীয় স্বজনদের কাছে অনেক রকম দেশের অনেক অপূর্ব্বকথা শুনেছ। বল দেখি বিদেশটা কেমন? সেখানেও কি চাঁদের কিরণে মরা মন জেগে উঠে, সন্ধ্যার বাতাসে ফুলের কুঁড়ি ফোটে, আনন্দে লোক হাসে,—আর দুঃখে কাঁদে?

সওদা। তা বোধ হয় সবই হয়। কিন্তু তবু কত অপূর্ব্ব জিনিষ আছে, বিধাতার কত কৌশল কত জায়গায় লুকান আছে, তার মাধুর্য্য না দেখলে বুঝবে না।

রাজ। তবে চল ভাই, চার বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ি। কূপ-মণ্ডুকের মত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, এ নিষ্ফল জীবন যাপন আর সহ্য হচ্চে না। কি বল বন্ধু সকল, সবাই যেতে প্রস্তুত ত?

মন্ত্রী। আমি ত ভাই, চিরদিনই ছায়ার মত তোমার সাথী। তবে বাড়ীতে জানলেই বিপদ। বাবা ত আমার বন্দোবস্ত এক রকম

করেই রেখেছেন। আসছে বছর মহারাজের রাজত্ব ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়ে জুবিলি হবে; আমার হাতের লেখাটা বেশ ভাল হয়ে উঠেছে বলে বাবা বলেছেন যে সেই উপলক্ষে আমাকে তাঁর আফিসে অণ্ডার সেক্রেটারী করে নেবেন।

কোটা। আরে ভাই, বাড়ীতে জানিয়ে কি আর এ সব মতলব কখনও সিদ্ধ হয়? আমার বাবাও আমাকে এই বছর মহারাজকে বলে ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের জন্য নমিনেট করবার চেষ্টা করছেন। তার উপর বিয়ের সম্বন্ধও দুটো একটা আসছে।

মন্ত্রী। তবে ভাই, আর বাড়ীতে এ সব কথা জানিয়ে কাজ নেই। মতলব যখন মাথায় এসেছে তখন চল দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক।

কোটা। বেশ, তা হলে হুকুম দাও। স্পেশিয়াল ট্রেণ আর ফ্ল্যাগ সিপের বন্দোবস্ত কর। আর তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য চলুক। আমি ভাই, তাদের কমাণ্ডার হয়ে যাব।

মন্ত্রী। ভাই, যদি সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঐশ্বর্য্য পরিবৃত হয়েই বিদেশ যাওয়া যায় তবে আর নূতন কি হবে? যেখানে যাব সেখানে রাজপুত্র রাজপুত্রই থাকবে। যে দুঃখের মূর্ত্তি দেখতে যাওয়া যাচ্চে, এত ঐশ্বর্য্য দেখলে দুঃখ ত ভয়ে দূরে পলায়ন করবে। যদি যেতে হয় আমি বলি শুধু এই চার বন্ধুতেই যাই।

সওদা। তা বেশ কথা। চল শুধু চার বন্ধুতেই যাওয়া যাক। কিন্তু ভাই, শুধু হাতে ত আর আজকাল দেশ ভ্রমণ হয় না। বাবার কাছে শুনেছি যে অনেক টাকা হাতে না থাকলে বিদেশ যাওয়া ঘটে না।

রাজ। তাই ত, সেও ত এক সমস্যা বটে। বাড়ীতে যখন জানান হবে না, তখন বেশী টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায়?

(বঙ্গচন্দ্র দালালের প্রবেশ।)

বঙ্গ। এ কি কথাডা কয়েন হুজুর? টাহার অভাব কি? এ গোলাম হাজির থাকতে হুজুরদের টাহার ভাবনা! পায়ের উপর পা দিয়া পিঁড়ী পেইতে বইসে থাহেন, টাহা তা চারদিক থেয়েই আসি পড়বে। হুজুর বৈসে বৈসে মাঝে মাঝে মাত্র দুই একটা সহি দিবেন।

রাজ। কে বাপু তুমি হিতৈষী? এমন স্নেহভরা উপকারী প্রাণ নিয়ে এতদিন কোথায় লুকিয়ে বসেছিলে সখা?

মন্ত্রী। তাই ত, আর অকস্মাৎ সময় বুঝে ঝরে পড়লেই বা কোত্থেকে ধন?

বঙ্গ। হঃ হঃ হঃ হঃ! আমারে চিনলেন না হুজুর, আমারে চিনলেন না? আমি ত হুজুরদেরই গোলাম।

মন্ত্রী। সত্যি নাকি? এত বড় দরকারী সংবাদটা ত বাবা, এতদিন জানতেম না। কবে থেকে গোলাম হলে বল দেখি?

বঙ্গ। আজ্ঞা, কবে থেহে কি জিজ্ঞাইচেন? যে দিন এ বোঙ্গোচন্দ্র জন্মাইচে সেই দিন থেহেই ত সে হুজুরদের গোলাম হইচে।

মন্ত্রী। আরে বাবারে! তুমি ত দেখছি বাবা আমাদের বহুদিন পূর্ব্বেই জন্মেছ। তাহলে কি বিধাতাপুরুষ আমাদের জন্মাবার সাঁয়ত্রিশ বৎসর আগে থেকেই আমাদের গোলাম সৃজন করে ধরাধামে পাঠিয়েছেন? ভগবানের এত করুণা তা ত জানতেম না।

বঙ্গ। হঃ হঃ হঃ মস্করা করতিছেন, ছোটকর্ত্তা গোলামের সাথি মাসকরা করতিছেন।

কোটা। যা হোক বাবা, সন্ধান পেলে কোত্থেকে বল দেখি?

নিরিবিলি চারটি বন্ধুতে সুখ দুঃখের কথা কইছিলুম, এমন সময় তুমি কোথা থেকে অন্তর্যামীর মত আমাদের অভাবের কথা বুঝে অকস্মাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হলে বল দেখি ?

বল। হঃ হঃ হঃ হঃ, আজ্ঞা সন্ধান সুলুকটা রাখাই ত গোলামের কাজ হুজুর। পরাণের টান থাকলে কি আর সন্ধানের অভাব হয় ? খবর আপনিই পৌঁছে যায়। দেহেন নি কোর্ত্তা, এই ভোমরাডা, ওই যিনি গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ করি ফেরেন, কোন ফুলডায় মধু আছে, ফুল ফুটতে না ফুটতেই তেনারা জানতি পারেন। ওই শোনেননি গানডা—

(গীত।)

(বিধুমুখি) কমল ফুটিলে সরোবরে,
সৌরভ তার ছুটে যায় বাতাসের ভরে। (ওলো)
মধু লোভে আশে পাশে মধুকর কতই আসে,
মধু ফুরালে শেষে যায়লো ফিরে যে যার ঘরে।

মন্ত্রী। আরে বাঃ, তুমি একটা রত্ন দেখছি যে। বিস্তর গুণ আছে তোমার।

বঙ্গ। আজ্ঞা হুজুর, দালালি করতি হলে যে কত রকম গুণ থাহা দরকার তা আর কি এক মুখি জানাতি পারি ? এই শোনেন দু এট্টা, —এক নম্বর গুণ—এই জিহ্বাডারে এমনই দোরস্ত রাখতি হয় যে হঠাৎ ভ্রমের বশে এপাশ ওপাশ দিয়ে কোন রকম সত্যি কথাটা প্যাটের মধ্যি থেহে বার হয়ে যাবারি না পারে। দু নম্বর গুণ—এই পৃষ্টদেশডারে তৈল রগরাইয়া রগরাইয়া এমি ত্বু মসৃণ করতি হয় সে দুই দশটা জুতার ঘায় কিছু দাগ পড়তি না পারে। তিনের নম্বর

গুণ এই—না, সে আর বলবো না। হুজুররা ছাওয়াল মনিষ্যি, হুজুরদের কাছে সব কথা বলতি লাজ বাসি। আর এট্টু পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হলিই সব জানতি পারবেন।

সওদা। তা বেশ, এখন আসল কথাটা কি বলছিলে বল দেখি। টাকা সত্যিই দেবে নাকি ?

বঙ্গ। আজ্ঞা হঃ, সেই কথাডাই ত কইতি আলাম। হালফিল এট্টা দালালি চিঠি সই হইলিই কার্য্যে লাগি। এই দেহেন না চামার-পটির মহাজন বিদ্যুৎ বরণ সাহা, মস্ত ধনী আর বরই মহাশয় ব্যক্তি। টাহা প্রস্তুতই আছে। আষ্ট দিনের মধ্যেই প্যামেণ্টো হইব।

মন্ত্রী। না না, ও সব চিঠি ফিটি সই করা হবে না। আগে টাকার চেহারাটা দেখা যাক তার পর যা হয় হবে।

বঙ্গ। সে কি কোর্ত্তা, চিঠি সই না হইলে কার্য্যে লাগি কোন ভরসায় !

কোটা। আচ্ছা এস, আমি চিঠি সই করে দিচ্ছি। নিয়ে এস টাকা।

বঙ্গ। ওরে বাবা! তোমারে হ্যাণ্ডলোট কাটাবে কে ধনমনি ? তোমার বাবা জানতি পারলি যে ধরে তুরুম ঠুকি ছারি দেবে। অত কড়া জান নয় হুজুর। এই চাবুকটা আশটা পর্য্যন্ত চলে।

(উকিল কৃতান্তকুমার গুহের প্রবেশ)

কৃতান্ত। আচ্ছা আচ্ছা, চিঠি না হয় নাই সই করবেন। একটা বয়সের এফিডেভিট হলেই আপাততঃ চলতে পারে।

রাজ। ও বাবা! এ আবার কার আবির্ভাব হল ?

বঙ্গ। আরে এঁদের চেনেন না হুজুর ? মস্ত উকিল, বংশলোচন গুহর বেটা কৃতান্ত কুমার গুহ। নিবাস ঘুঘুডাঙ্গা। পুরাতন ডাকঘরের

রাস্তার উপর ভারি জবোর আফিস। সেথায় কত লোকজন কেরাণী—ম্যাম সাহেবে চিঠি ছাপে। একবার আফিসটা ঘুইরে আসলিই আর সহি করবার কিছু গোলমাল হবার পারবে না।

মন্ত্রী। বয়সের কি করতে হবে বল্লেন?

কৃতান্ত। বিশেষ কিছু নয়, বিশেষ কিছু নয়। শুধু একটা এফিডেভিট করা মাত্র যে বয়সটা তেইশ বৎসর। ও কিছুই নয়। কেবল একটা Formál matter (ফর্ম্যাল ম্যাটার)।

রাজ। সে কি? আমার বয়স ত এই সতর পূর্ণ হয়ে আঠারতে পড়েছে। তেইশ বৎসরের কথা কি বলছেন?

কৃতান্ত। তা হোক্, তা হোক। তার জন্যে কিছু আটকাবে না। পাঁচটা টাকা মাত্র বেশী খরচ। একটা কোষ্ঠী করে নিলেই হবে। বোধ হয় আফিসে দু এক খানা কোষ্ঠী তৈরি থাকতেও পারে। আপনার নামটা বসিয়ে দেওয়া মাত্র।

কোটা। আচ্ছা বয়সটা উনিশ কি কুড়ি না বলে, ঠিক তেইশ বছরই বলতে হবে কেন?

কৃতান্ত। তাই দস্তর, এ সব কেসে তাই দস্তর। আমার আফিসের সব Clear (ক্লিয়ার) কাজ। খোঁচখাঁচ রেখে কাজ করা আমার অভ্যাস নয়। ছোকরাদের বয়সের এফিডেভিট করতে হলে ঐ তেইশ বৎসরই লেখা যায়। কোনও গোলমালের সম্ভাবনা থাকে না।

বঙ্গ। কিছু ভাবনা করবেন না হুজুর। আপনারা মাত্র চক্ষুবুজে সই করবেন, আর টাকা টেঁকে গোঁজবেন। ভারনা চিন্তে যা কিছু সব আমরা করব।

সওদা। তা হলে আমরা টাকা ধার করছি বলে সহি করব, আর সেই টাকাটা আপনারা আমাদের দেবেন?

কৃতান্ত। হাঁ, তবে পূরো টাকাটা ঠিক পাবেন না। কিছু খরচ-পত্র কমিশন ইত্যাদি বাদ যাবে। তবে টাকায় অন্ততঃ তিন আনা যাতে আপনাদের হাতে পৌঁছায় তার জন্যে আমি গ্যারাণ্টি। তাতে কোনও গোল হবে না।

কোটা। ও বাবা! টাকায় তিন আনা আমরা পাব? আপনাদের মহানুভবতাটা খুব অসাধারণ বটে ত!

কৃতান্ত। বাজারের তাই, রেট। তবে, বাপ মরেছে বলে যদি আর একটা এফিডেভিট করে দেন, তা হলে টাকায় চার পাঁচ আনাও দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের সব Fair transaction (ফেয়ার ট্র্যান্সাক্‌সান্), কিছু অধর্ম্ম পাবেন না।

বঙ্গ। কিছু না কিছু না। আহা হা, বাবুর আফিসে সব হতি পারে, কেবল অধর্ম্মটি হবার যো নাই।

কৃতান্ত। আর তা ছাড়া আপনাদের আরও একটা সুবিধা করে দিচ্ছি। আপাততঃ আপনাদের হাত খরচের জন্যে একটা খুচরা হাণ্ডনোটে গোটাচল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি। আপনারা সেই টাকাটা নিয়ে দিনকয়েক আমার ঘুঘুডাঙ্গার বাগানে গিয়ে থাকুন গে। এই বঙ্গচন্দ্র আপনাদের সঙ্গে থাকবে এখন। লোকটা খুব কার্য্যশীল, আপনাদের বেশ আমোদ প্রমোদে রাখবে। বুঝলেন ত?

মন্ত্রী। তা ত একরকম বুঝলেম। কিন্তু মাথাটা কিছু গুলিয়ে যাচ্চে। আপনাদের মহিমাটা ঠিক তলিয়ে সমজাতে পাচ্ছি না। আপনারা কে, সে কথাটা একটু ভাল করে বলুন দেখি।

কৃতান্ত। সে কি? আপনাদের চিনলেন না? হায়! হায়! হায়! হায়! আমাদের চিনিলেন না? তবে প্রকাশ করে বলি, শুনুন—

(খোল করতাল ইত্যাদিসহ গীত)

প্রেম অবতার আমরা দুজনা
অমূল্য পরশধন।
পিরিতি বিলাতে সহর মাঝেতে
হইল রে আগমন।
(ওরে প্রেম নিবি কে ছুটে আয়,
ওরে পুরবাসী সব কোথা গো তোরা
তোদের ঘটি বাটি নিয়ে ছুটে আয়,
প্রেমের তুফান বহে যায়।)

কৃতান্ত। (মোর) প্রেম-ফাঁদ মাঝে পড়েছে যে জন
তখনি সেজন ঘাল।
ছাড়ালে না ছাড়ে দিনে দিনে বাড়ে
যেন মাকড়শার জাল।
পিরিতি আখরে ডে-বুক মাঝারে
লিখিনু যাহারি কথা।
(অমনি) প্রেম জীয়লের আঠাকাটি খানি
জনমের তরে গাঁথা।
(হের) কত গৃহবাসী হয়েছে সন্ন্যাসী
আমারি প্রেমের তরে।
ত্যজি ভিটামাটি কৌপীন আঁটি
সদা ফেরে দ্বারে দ্বারে।
(আহা এমন প্রেম কেউ দেখেনি ক
কেউ দেখেনি শোনেনি জানেনি ভাবেনি)

বঙ্গ। (ওগো) আমারি প্রেমের কমিডাই বা কি
দাদারি ত ছোট ভাই।
রসে ভরপূর নাবালকের মাথা
চাবায়ে চাবায়ে খাই।
সকলে। (আহা) প্রেমের পাশরা শিরে ধরে মোরা
বাজারে বিলায়ে যাই।
মোদের মতন এ হেন রতন
দুনিয়াতে জোড়া নাই।
(আহা, থাকে যদি একটা দুটো শনিগ্রহের মাঝে,
সারা দুনিয়াতে জোড়া নাই রে)

বঙ্গ। কেমন হুজুর, এইবার কিছু চিনলেন।

মন্ত্রী। হাঁ বাবা, যতটুকু চিনেছি, তাইতেই প্রাণ ভরে গেছে। এখন একটু তফাৎ হয়ে পড়। আমাদের একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে দাও।

কৃতান্ত। তা বেশ আপনারা ভাবুন। আমরা আবার খানিক পরে আসব। তবে মোদ্দা কথা, এর চেয়ে ভাল term (টারম্) কোথাও পাবেন না।

[কৃতান্ত ও বঙ্গচন্দ্রের প্রস্থান।

রাজ। ওহে এ সব ব্যাপার কি বল দেখি ? আমার ত দেখে শুনে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল।

মন্ত্রী। আরে বেটারা সব সিঁদেল চোর, সিঁদেল চোর। রকম সকম দেখে বুঝতে পারলে না ?

রাজ। তা হলে আর টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করবার দরকার নাই। চল আস্তাবল থেকে চুপি চুপি চারটে পক্ষিরাজ ঘোড়া নিয়ে

তরওয়াল কোমরে বেঁধে বেরিয়ে পড়ি। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।

মন্ত্রী। বেশ তাই চল। আর চিন্তার প্রয়োজন নেই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমুদ্র।

পরীগণের গীত।

(মোরা) রঙ্গে ভঙ্গে জলতরঙ্গে ভেসে চলে যাই আপন মনে।
করি কত খেলা, কাটাই বেলা, হাসি গাহি গান বিভোর প্রাণে॥
পাখা মেলে কভু উড়ে চলে যাই বাতাসে ঢালিয়ে অঙ্গ,
ঝরে গেলে ডানা ঢুকি থিয়েটারে, করিলো কতই রঙ্গ।
আবার গজালে পাখাগুলি,
থোক্ থাক্ কিছু বাগায়ে সাগায়ে বাঁধিগো যতনে পুঁটুলি,
(তখন) মনের মতন লইয়ে বাহন ভর করি গিয়ে আশমানে।

তৃতীয় দৃশ্য।

(তেপান্তর মাঠ)

(পক্ষিরাজ অশ্বারোহণে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র)

(গীত)

শন্ শন্ শন্ হাওয়ার ভরে ছুটেছি সব ঘোড় সওয়ার।
মুক্তাহারে সোনার সাজে পক্ষিরাজের কি বাহার।

(সে যে) ডানা মেলে গ্যালপ চলে ঠেকেনা ভূঁয়ে পা
হরদম্ যায়, দম বেজায়, ঘামে না কভু গা।
চাবুক ছুঁতে হয়না মোটে ঈষারাতেই কামকাবার।
ডিঙ্গিয়ে পাহাড় পুকুর নালা এক লাফেতে নদীর পার।

রাজ। তাইত বন্ধু, এ কোন দেশে এসে পড়লুম। দিগন্তপ্রসারী মাঠ একদিকে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, আর একদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। কোন দিকে যাওয়া যাবে স্থির কর দেখি।

সওদা। আমি বলি সমুদ্র যে দিকে সেই দিকেই যাওয়া যাক। তারপর পক্ষীরাজের সাহায্যে সমুদ্র পেরিয়ে অন্য দেশে যাওয়া যাবে। বাবার কাছে শুনেছি সমুদ্রের পরপারে নাকি অনেক অদ্ভুত দেশ আছে।

মন্ত্রী। তা ত বুঝলেম, কিন্তু সমুদ্রের রাস্তাটা নির্ণয় হয় কি করে? তিনদিক দিয়ে ত দেখছি তিনটে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ঠিক রাস্তাটা কে বলে দেবে?

কোটা। পথ বলে দেবার লোকের অভাব কি? যাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে সেই বলে দেবে।

মন্ত্রী। সেই "যাকেরই" ত অভাব পড়েছে। এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে লোক কোথায় পাই যে জিজ্ঞাসা করব?

রাজ। ঐ না একটি লোক এদিকে আসছে? একটু চুপ করে দাঁড়াই এস, ও কাছে এলে জিজ্ঞাসা করা যাবে।

(গীত গাহিতে গাহিতে চাষার প্রবেশ)

ও বউ বউ লো

সোণার ফসল খেতের মাঝে চিক চিকায়ে হাসে।
(ও তোর) কাঁচা সোণার বরণ খানি পরাণডাতে ভাসে।
ও বউ বউ লো।

সাঁঝের বেলা আশমানেতে লালের ছড়াছড়ি,
(ভাবি) আলতামাখা পা দুটি তোর কস্তাপেড়ে সাড়ী।
ও বউ বউ লো।

বনের ধারে হরিণছানা কচ্ছে ছুটোছুটি,
(দেখে) মনে পড়ে বউরে তোর ডাগর নয়ান দুটি।
ও বউ বউ লো।

যে ধারেতে চাই রে বউ, যে ধারেতে চাই
(তোর) মিশিমাখা হাসিখানি দেখতি যেন পাই,
ও বউ বউ লো।

ঢলঢলে তোর মুখের মাঝে নোলক কি জবোর,
(আর) চাউনি খানার ধারটা যেন কাস্তেরি ঠোকর।
ও বউ বউ লো।

চাষা। আরে এ কারা গো? রঙ বেরঙ্গের পোষাকপরা, পাখাওলা ঘোড়ায় চড়া, চাঁদপারা চেহারা—কে বটিস গো তোরা?

রাজ। ভাই আমরা পথিক। আমাদের সমুদ্রের দিকে যাবার পথ বলে দিতে পার?

চাষা। ওরে বাবা! তোরা পথিক বটিস্? আমি বলি বুঝি মনিষ্যি। আরে তোর ঘর কুন দেশকে?

মন্ত্রী। ঘর আমাদের অনেক দূর। সে খবরে আর কি হবে? এখন লক্ষীটির মত সমুদ্রের রাস্তাটি দেখিয়ে দাও দেখি।

চাষা। আরে সমুদ্দর যেয়ে কি করবি বটে? এই আমাদের গদাই দাদা গিয়েলো। সে ভারি লোনা জল আর হিক্কুচ তিতো। সে জল ত মুখে দিতিই লারবি।

কোটা। আরে বাপু, অত কথায় কাজ কি? পথটা কোন দিকে শুধু বলে দাও না।

চাষা। পথ? এই পথের কথা ত জিজ্ঞুসচো?

মন্ত্রী। হাঁ হাঁ, পথ। তোমাদের দেশে কি বাপু, সোজা কথার সোজা জবাব দেওয়াটা মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করা আছে?

চাষা। হাঁ, হাঁ, আমিও ত তাই বলছি বটে। এই পথ ত? এই পথের কথাই ত সুধুলে? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এই হ্যাদ্দেখ, আমি ছেলে মানুষ, পথ কুন দিকে তা বলা করতি লারব।

["ও বউ বউ লো" গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

মন্ত্রী। বেশ বাবা, বউয়ের মহিমাটিত খুব বুঝেছ। কেবল একটা সামান্য কথা বলবার বেলাই ছেলেমানুষ।

রাজ। আচ্ছা যা'ক্। ঐ একটি বৃদ্ধা রমণী এই দিকে আসছে। ও ত আর ছেলে মানুষ নয়। ওকে জিজ্ঞাসা করলেই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। মরুক্, মরুক্, মরুক্। সাতগুষ্টি যমালয়ে যাক্। তার মুখে কুড়িকিষ্ঠি মহাব্যাধি হোক্। গতরে শুঁয়া পোকা ধরুক্। আ মর্।

রাজ। ওগো ও বাছা!

বৃদ্ধা। ওলাওঠা হোক্ ওলাওঠা হোক্। আমি আধ মন দুধ মাথায় ঢেলে শ্মশানেশ্বরের পূজো দিই! আমি মোড়লগিন্নি, আমার সঙ্গে শয়তানি! আজ মেজকত্তা বেঁচে থাক্‌লে—

(হাউ হাউ রবে ক্রন্দন।)

মন্ত্রী। ওগো ও মেয়ে! একটি বার চুপ করে আমাদের

একটা কথা বলে দেবে? (বৃদ্ধার ক্রন্দন) ওগো বাছা! শোননা একবার।

বৃদ্ধা। কে রে নাবডিংরে ছোড়া! ঘোঁড়ায় চড়ে ভদ্রলোকের মেয়ের ঘাড়ের উপর আসিস্? আ মর্। দুঃসময় পেয়ে সবাই মাথায় চড়ে। থাক্‌তো আজ মেজকত্তা—(ক্রন্দন)

রাজ। ওগো বাছা! আমরা বিদেশী লোক। সমুদ্র কোন দিকে দিয়ে যাব শুধু সেইটি বলে দাও।

বৃদ্ধা। হঁ্যা, শিগ্‌গির মরব বৈ কি! তোরা মর্‌না, যমের দক্ষিণ দোরে যা না, কেওড়া তলার ঘাটে গিয়ে শো না। ওরে তোদের সবাইকে না দেখে আমি যাচ্চি না। সাড়ে তিনকুড়ি পেরিয়েছে আর সাড়ে তিন কুড়ি বছর বাঁচব। মট্ মট্ করে চেয়ে দেখছিস কি?

রাজা। বৃদ্ধাটি কাণে একটু কম শোনে দেখছি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে বিধাতা অবিচার করেন নি? কাণে যে টুকু কসুর আছে, জিবে সেটা সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে গেছে। (উচ্চস্বরে বৃদ্ধার প্রতি) বলি ও বাছা! আমরা সমুদ্রের দিকে যাব। তা রাস্তাটি দেখিয়ে দিতে পার?

বৃদ্ধা। কি আমায় বললি গস্তানী? ওরে অলপ্পেয়ে ড্যাক্‌রা মড়াঞ্চে পোয়াতীর পোয়েরা। এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে গালাগাল? আমি মোড়ল গিন্নি, আমার ভয়ে দশটা আশ পাশের গাঁয়ের বউ ঝি কাঁপে, আর তোরা কিনা আমার গাঁয়ের কাছে এসে আমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াস্? থাকতো মেজকত্তা ত মুণ্ডু গুলো টপাটপ ছিড়ে নিয়ে পুকুরের পাঁকে পুতে রাখতো।

কোটা। আ, মর মাগী! ভাল কথা বললে তেড়ে গাল দিতে

আসে। কি বলব মেয়েমানুষ, নইলে এক কিলে মাথাটা গুড়িয়ে দিতুম।

বৃদ্ধা। আহা, এ ছেলেটির কথার তবু ছিরি ছাঁদ আছে। দেখত বাবা দেখত, দুধের বাটিটি শেষ করে একটু দুধ মেনি বেরালটার জন্যে রেখেছিলুম; কোত্থেকে কিনা কেলে কুকুরটা এসে—হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে কুকুর মরে না তার সাতগুষ্টি নিপাত যায় না—সেই দুধটা কি না চক্ চক্ করে খেয়ে গেল! তাই তাকে একটু পেটভরে গাল দেবার জন্যে নিরিবিলি একটিবার মাঠের দিকে এইচি, আর কোথা থেকে একপাল ঘোড়ায় চড়া ছোঁড়া এসে সব গালাগাল ভুলিয়ে দিলে? ওগো মেজকত্তা গো, কোথায় আছ গো, একবার এসে আমার খোয়ার দেখে যাও গো।

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।)

রাজ। ব্যাপার ত মন্দ নয়। একটা সোজা কথা কারও কাছে শুনতে পাওয়া গেল না।

মন্ত্রী। একটা শিক্ষা ত ভাই হল, যে দুনিয়ায় সোজা কথাটা বড়ই দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী। যা হো'ক, ঐ একটি ভদ্রলোক এই দিকে আসচেন এইবার আর কোনও গোলযোগ হবে না। একটু নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেই পথ জানতে পারা যাবে।

(তানপুরা হস্তে তেলারাম ওস্তাদের প্রবেশ)

তেলা। (গাহিতে গাহিতে)—

আরে শ্যামলিয়া বিন্নু গইরে
আরে শ্যামলিয়া এ শ্যামলিয়া—

মন্ত্রী। নমস্কার মহাশয়! আজ্ঞে, বলতে পারেন সমুদ্রের দিকে যাবার পথটা কোন দিকে?

তেলা। আরেএ এ শ্যামালয়া—

কোটা। বলি ও মশায়, একবার দয়া করে যদি আমাদের পথটা দেখিয়ে দেন—

তেলা। আচ্ছা বলুন দেখি, ইমনকল্যাণে কড়ি মধ্যম লাগে কি না?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তা লাগা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। তবে যদি অনুগ্রহ করে আমাদের সমুদ্রের রাস্তাটা বলবার সুবিধা হয়—

তেলা। নিশ্চয়ই বলব, একি কথা। আপনারা সমজদার গুণী লোক—আপনাদের বলব না ত কাকে বলব। আচ্ছা ধ্রুপদটা আপনাদের সাধনা করা আছে বোধ হয়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, সঙ্গীতশাস্ত্র চর্চ্চা করবার এখন কিছু সময়াভাব। যদি রাস্তাটা দয়া করে দেখিয়ে দেন ত বলুন। নইলে আমরা এগিয়ে গিয়ে আর কাকেও জিজ্ঞাসা করছি।

তেলা। একি বলছেন মশায়, ছি, ছি, ছি। সঙ্গীত চর্চ্চার সময়াভাব? সঙ্গীতের কি সময় অসময় আছে? আহা, প্রভাতে ললিত ভৈরবী, মধ্যাহ্নে সারঙ্গ, অপরাহ্নে মুলতান, সন্ধ্যায় পুরবী, রাত্রে বেহাগ—

মন্ত্রী। আর মুমূর্ষু কালের জন্য কি ব্যবস্থা বলুন দেখি? ঘুরে ঘুরে আর বৃথা বাক্যব্যয় করে প্রাণগুলো ত কণ্ঠের কাছাকাছি পৌঁছেচে। এখন এ সময়ের জন্য কিছু বন্দোবস্ত থাকে ত বলুন।

তেলা। কি পরিশ্রান্ত হয়েছেন, পরিশ্রান্ত হয়েছেন? তবে একটা খেয়াল শুনুন।

রাজ। (জনান্তিকে) আরে শোনই না ভাই, একটা গান। নইলে ত ছাড়বে না, আর পথও বলে দেবে না।

তেলা। হাঁ হাঁ, উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করুন, গানটি আমার স্বরচিত।

(মোটা গলায় ভঙ্গী সহকারে গীত।)

আজি বসন্তে-সন্তে-সন্তে, শিশির অন্তে, ছাড়িয়ে কান্তে
বিরহিনী-হিনী, দুখিনী-খিনী-খিনী
মাহ ফাগুন, মলয় আগুন
গুণ গুণ গুণ ভ্রমরা বাণী।

মন্ত্রী। হয়েছে, হয়েছে। সম্বরণ করুন, সম্বরণ করুন। একেবারে শ্রান্তিদূর, অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত, ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত সুশীতল। এখন দয়া করে আপনিও পথ দেখুন আমরা পথ দেখি। নমস্কার।

তেলা। আরে সেকি হয়? আপনাদের মত সমজদার লোক যদি আজ ভাগ্যবশে মিলেছে, তবে কি আপনাদের সহজে ছাড়ব? কিছু দিবস আমার সঙ্গীতাশ্রমে আপনাদের দয়া করে অবস্থান করে যেতেই হবে। আমি আমার শ্রোতৃবর্গের জন্য প্রত্যহ আশ্রমে উত্তম পায়স পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে রাখি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবুও আশ্রম যে খালি সেই খালি। মুর্খেরা বলে কি জানেন, যে আমার খাবার খেয়ে তাঁদের শরীরে যে পরিমাণ রক্ত হয়, আমার গান শুনে তার চেয়ে বেশী রক্ত শুখিয়ে যায়।

মন্ত্রী। তা বেশ বেশ। আপনি তা হলে অভ্যর্থনার আয়োজন করুন গে। আমরা একটু হাওয়া খেয়ে শীঘ্রই আপনার অনুসরণ কচ্ছি।

তেলা। যে আজ্ঞে যে আজ্ঞে। আর দেখুন যদি পথে আসতে আসতে আর দু চার জন শ্রোতা যোগাড় করে আনতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়। আমি একটু বেশী করে উজ্জুগ করে রাখব। দেখুন, ঐ যে অশথ গাছটা দেখছেন, ওরই পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে খানিক

দূর গেলেই দেখতে পাবেন লাল রংয়ের বাড়ী। আর তেলারাম শর্ম্মার সঙ্গীতাশ্রম যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই বলে দেবে।

মন্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলে কথার উত্তর দেবার প্রথাটা মশায়দের দেশে ত বড় দৃষ্ট হচ্চে না। যা হোক, আপনি নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হন, আমরা ঠিক যাচ্ছি।

তেলা। আর লোক নিমন্ত্রণ করার কথাটাও ভুলবেন না। আমি একটু পরিপাটি রকম আয়োজন করছি। আমি তবে এগিয়ে চল্লেম। আবার যন্ত্রতন্ত্রগুলো বাঁধতে হবে। (সুর ভাঁজিতে ২ প্রস্থান।)

সওদা। বেশ ভাই, বেচারার জিনিষপত্রগুলি শুধু শুধু নষ্ট করবে? ওর বাড়ীতে ত আর যাবে না! তবে কেন অনর্থক ওর খরচ করাবে?

মন্ত্রী। তোমার প্রাণে অত দরদ হয়ে থাকে ত যাও না গান শুনতে। খাবার জিনিষগুলা না হয় আমরা না খেয়ে ফেলা গেলে, গরিব দুঃখীরা খাবে। তাই বলে ত আর জান খোয়াতে পারি নি। ঐ রকম বাজখাঁই আওয়াজ কাণের ভেতর আর বার দুচ্চার প্রবেশ করলেই কর্ণপটহটি বিদারিত হয়ে মস্তিষ্ক থেকে কর্ণমূল পর্য্যন্ত দিব্য একটি সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

রাজ। এদেশে ত আর দুদণ্ড থাকলেই দেখছি আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব। আমি বলি পথ আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে কাজ নেই। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই, তারপর অদৃষ্ট যেখানে নিয়ে যায় সেইখানেই পেঁছিব।

সওদা। আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও। এবারে ওদিক থেকে অনেক-গুলি লোক আসচে। কেউনা কেউ অবশ্যই পথ বলে দেবে।

মন্ত্রী। অনেক লোকই আসুক আর একজন লোকই আসুক, আমি ত আর এ দেশের কাউকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করছি না।

কোটা। না না, এরা বোধ হয় এদেশের লোক নয়। আকার প্রকার যেন বিভিন্ন রকমের। এরাও বোধ হয় পথিক, হয়ত পথের সন্ধান মিলতে পারে।

(উড়ে পাণ্ডাগণের প্রবেশ ও গীত)।

ইপাক সিপাক বাট চালি।
গোড় গলা প্রভু বনমালী ॥
ডাকুছি তুম্ভে জগড়নাথ,
মিলুনি দোটি পকাড়ভাত,
ভুখ লাগুছি রে সাঁঝ বেলি।
যাত্রী না গুটে কোঁয়াড়ে মিলি ॥

১ম পাণ্ডা। আরে ইয় অশ্ব চড়িকিরি মণিকাঞ্চনক হুগাপটা পরি পিলামানে কঁড় করিছন্তি পরা?

কোটা। বাপু সকল বলতে পার, সমুদ্রে যাবার রাস্তা কোন্ দিকে?

২য় পাণ্ডা। সমুদ্র জিব? শ্রীক্ষেত্র জিব? মহাপ্রভু লোকনাথ দর্শন, বড় পুণ্য অছি, বড় পুণ্য। কলৌ সমুদ্রতীর্থে স্নানদানং পাপ নাশং শতাশ্বমেধ ফলং। পঞ্চতীর্থ মধ্যে সমুদ্র-তীর্থ ত ভারি হেউচি। স্বর্গদ্বার ঘাটে স্নান করিকিরি ব্রাহ্মণক গুটে টঙ্কাদান মহাপুণ্য মহাপুণ্য।

রাজ। কথাগুলো ত বাপু, সব হৃদয়ঙ্গম হল না। তবে স্বর্গদ্বারে পৌছানর সম্বন্ধে আপাততঃ বেশী তাড়া নেই। দুদিন দেরী হলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করব না।

১ম পাণ্ডা। আপনঙ্কর ঘর কৌটি বাবু? পণ্ডা কে অছি পরা? মোর নাম পুরুষোত্তম পণ্ডা (খাতা বাহির করিয়া) ঘর কৌটি বল বাবু।

মন্ত্রী। আরে বাপু, আমাদের পাণ্ডা টাণ্ডা এখন দরকার নেই। আর আমরা শ্রীক্ষেত্রেও কেউ সম্প্রতি যাচ্চি না।

৩য় পণ্ডা। পণ্ডা অছি না পণ্ডা অছি না? দেখ বাবু, মোর নাম চিন্তামণি পণ্ডা। মোর সাথে আস ত মু সব ঠাকুর ভাল করি দর্শন করাইব। আর যেতে টঙ্কা দিব মু কিছি কথা কহিব না।

(পাণ্ডাগণের পরস্পরের মধ্যে কলহ ও চারি বন্ধুকে বেষ্টন করিয়া "মু উদ্ধব পণ্ডা; মু অর্জ্জুন পণ্ডা; মু নিশাকর পণ্ডা" ইত্যাদি বলিয়া নিজের দিকে টানিবার চেষ্টা)।

রাজ। ওহে এ ত ভাল বিপদেই পড়া গেল। এদের স্পষ্ট করে বলে দাওনা যে আমাদের এখন পাণ্ডার প্রয়োজন নেই।

সওদা। ওদের যতই স্পষ্ট করে বল, ওদের হাত থেকে শীঘ্র পরিত্রাণ পাবার যো নেই।

কোটা। আরে এই বেটারা, বলছি আমাদের পাণ্ডার দরকার নেই তবু গোল করবি? ফের একটি কথা কইলে দেব ঘাড়ের উপর ঘোড়া চালিয়ে।

১ম পাণ্ডা। আয়ে ইয় বলভদ্র ভাই, ইয়ে গুটে সরকারী মনুষ্য অছি। ভাগি চলি আয়, ভাগি চলি আয় ধাঁকিড়ি কিড়ি।

২য় পাণ্ডা। (যোড়হস্তে) গোঁসা করিছ কাঁই, মহাপ্রভু? টিকা অবধঁড়, আপনি রাজা মনুষ্য মু ত গুটে মাকড় অছি। আপনঙ্কর মহাজনমানে গোঁসা করিব ত মু জিবি কোঁয়াড়ে? কিছি ব্রাহ্মণ ভোজন আজ্ঞা—

মন্ত্রী। আচ্ছা আচ্ছা আমি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করছি।

দেখ বাপু সকল, আমরা ত টঙ্কা কিছু সঙ্গে করে বেরুইনি। তোমরা আমাদের বাড়ীতে যেও, সেখানে বেশ পেট ভরে খেতে পাবে।

১ম প্যাণ্ডা। ঘর কৌঁটি মহাপ্রভু ?

মন্ত্রী। ঐ যে অশথ গাছটা দেখছ, ওরি পশ্চিমদিক দিয়ে খানিক দূর গেলেই দেখতে পাবে আমাদের লাল রঙ্গের বাড়ী। সেখানে গেলে বেশ গানটানও শুনতে পাবে, আর ভোজনটাও প্রচুর রকম হবে। যাও যাও আর বেশী দেরী করো না।

পাণ্ডাগণ। জয় মহাজন, জয় প্রভু।

[প্রস্থান।

রাজ। যাক, আর গোলে কাজ নেই। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা দেখছি বৃথা। ঘোড়ার রাশ আলগা দাও। যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মহাবন

(পশুগণ কর্ত্তৃক রঙ্গাভিনয়)

(রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগর পুত্রের প্রবেশ)

রাজ। একি, এযে ভীষণ অরণ্য মধ্যে এসে পড়লুম। চারিদিকেই লতাতন্তু পরিব্যাপ্ত মহাকায় বৃক্ষশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ, তার উপর সর্ব্বত্র কণ্টকে আচ্ছন্ন। কোনও দিক দিয়েই ত পথ দেখছি না বন্ধু।

মন্ত্রী। তাইত ভাই, অদৃষ্টদেবীর উপর নির্ভর করে অজানা পথে

চলতে চলতে এ কোথায় এসে পড়লুম? ঘোড়াগুলকে ত রাত্রে নিদ্রা যাবার সময় বাঘে উদরসাৎ করলে। এখন পদদ্বয়ই ভরসা। তার উপর অন্ধকারও ঘনিয়ে এল। বেশী দূর দৃষ্টি পর্য্যন্ত চল্লছে না। কোনও দিকে অগ্রসর হওয়া ত একেবারেই দুঃসাধ্য।

কোটা। রাত্রের মত কোথাও একটা আস্তানা ঠিক করে নাও, তারপর সকালবেলা পথ খোঁজা যাবে।

সওদা। এই গাছের তলাটা বেশ প্রশস্ত আছে আর একটু পরিষ্কারও বটে। এস রাত্রিটা এইখানেই কাটান যাক।

কোটা। আমি আসতে আসতে অনেক ফলমূল সংগ্রহ করেছি। এস সবাই মিলে খাওয়া যাক।

(বৃক্ষতলে সকলের উপবেশন ও ভক্ষণ।)

রাজ। দেখ ভাই, এই শ্বাপদ সংকুল অরণ্যমধ্যে ত নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ঘোড়া গুলিকে বাঘের মুখে দিলুম, শেষে নিজেরাও কি বন্যজন্তুর উদরে প্রবেশ করব। উঃ, কি সূচিভেদ্য অন্ধকার! একে অমাবস্যার রাত্রি তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

গীত।

মহাঘোর ঘনঘটা গগনে
ঘোর তিমির ভরা, যামিনী ভয়ঙ্করা
অন্ধতমস ঘেরা ভুবনে।
দামিনী ঢুরু ঢুরু মন্দ্র সুভীষণ,
কানন মুখরিত শ্বাপদ গর্জ্জন
ঝঞ্ঝা বহিছে ঘন, মত্ত প্রভঞ্জন,
কম্পিত চরাচর সঘনে।

মন্ত্রী। এস, পালা করে করে এক এক জন রাত্রি জেগে পাহারা দিই। কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সকলকেই জাগিয়ে দেব।

রাজ। আমি ত ভাই যেরূপ ক্লান্ত হইছি, তাতে আমায় জাগান কিছু শক্ত হবে। আমার চোখ জড়িয়ে আসছে, শরীর এলিয়ে পড়ছে আমি শুলেই বোধ হয় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ব।

মন্ত্রী। বেশ ভাই তুমি সচ্ছন্দে নিদ্রা যাও। আমরা তিন জনে আজ তিন প্রহরে প্রহরা দিব।

রাজ। কিন্তু এমনটা কেন হচ্ছে বন্ধু? মৃগয়া করতে গিয়ে কত সময়ে কত পরিশ্রম করেছি, কখন ত আমার এমন অবস্থা হয় নি। আমার যেন কেমন বুক দুরু দুরু করছে, মন চঞ্চল হচ্ছে। যেন একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের ছায়া পড়ে প্রাণটা অবসন্ন বোধ হচ্ছে।

মন্ত্রী। ও কিছু নয় ভাই। বহুদিন গৃহছাড়া, তার উপরে পথকষ্ট তাই অমন মনে হচ্ছে। একটু শান্ত ভাবে নিদ্রা গেলেই সমস্ত সেরে যাবে।

(রাজপুত্রের শয়ন ও নিদ্রা)

কোটা। প্রথম রাত্রের পাহারা আমিই দিব, তোমরা দুজনে আপাততঃ ঘুমোয়। সময় হলে জাগিয়ে দিব।

মন্ত্রী। কিন্তু ভাই দেখো সাবধান। রাজপুত্রের যেন নিদ্রা না ভাঙ্গে। আহা অপরিমেয় সুখে সোহাগের মাঝখানে চিরদিন পালিত হয়ে বেচারা আর কতদিন এই দারুণ পথকষ্ট সইতে পারে! ভালয় ভালয় পুনরায় দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই মঙ্গল।

(মন্ত্রীপুত্র ও সওদাগরপুত্রের শয়ন ও নিদ্রা)

কোটা। (পদচারণ করিতে করিতে) প্রকৃতি কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিই ধারণ করেছে। চারিদিক থেকে বন্যজন্তুর ভীষণ চিৎকার

মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে মিশে অরণ্যের ভীষণ ভাবকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ওকি! ঐ বটবৃক্ষের শাখার উপর কি নড়ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে হ'ল। যদি কোনও হিংস্র প্রাণী হয় (অগ্রসর হইয়া) একি! এ যে এক ভয়াবহ অজগর গাছের উপর পাখীর বাসার দিকে যাচ্চে, আমাদের দিকে ফেরবার আগেই ওকে শেষ করতে হবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

(নেপথ্য হইতে) ভাই সব! শীঘ্র উঠ, শীঘ্র উঠ। রক্ষা কর, রক্ষা কর। বৃহৎ অজগর আমায় আক্রমণ করেছে, শীঘ্র রক্ষা কর।

(মন্ত্রীপুত্র ও সওদাগরপুত্রের গাত্রোত্থান)

মন্ত্রী। একি! কে কাতরস্বরে চিৎকার করলে? বন্ধু কোটাল পুত্রের কণ্ঠস্বর না? কই তাকে দেখতে পাচ্চি না ত! দেখ বন্ধু, তুমি শীঘ্র ও ধারে যাও, আমি এ ধারে দেখছি। রাজপুত্রকে উঠিও না। আহা, বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্চে।

(মন্ত্রীপুত্র ও সওদাগরপুত্রের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান)

(নেপথ্যে সওদাগরপুত্র) ভাই মন্ত্রীপুত্র, গেলাম, গেলাম। রক্ষা কর, ভীষণ সর্পের গ্রাস থেকে আমার বাঁচাও।

(মন্ত্রীপুত্রের বেগে প্রবেশ)

মন্ত্রী। কই কোন দিকে! কোন দিকে! ভয় নাই আমি যাচ্চি।

(বেগে প্রস্থান)

(নেপথ্যে মন্ত্রীপুত্র)। কোথায় রাজপুত্র, কোথায় আছ। আমরা গেলাম, আত্মরক্ষা কর, আত্মরক্ষা কর। ভীষণ সর্প, জন্মের মত বিদায়—

(রাজপুত্রের গাত্রোত্থান)।

রাজ। (চক্ষুমুছিতে ২) অ্যাঁ কে চিৎকার করলে? ভাই মন্ত্রীপুত্র, কিসের চিৎকার দেখনা। একি কোথায় বন্ধুগণ! আমাকে একলা

রেখে সবাই কোথায় গেল? কই কাউকেও ত দেখতে পাচ্চি না। (চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) কেউ ত নাই! কোনও বিপদ্ হল নাকি। উঃ, কি কালনিদ্রাই আমায় আচ্ছন্ন করেছিল। (অন্বেষণ) তাইত এ অন্ধকারে কিছুই ত নয়ন গোচর হচ্চে না। (উচ্চরবে) বন্ধুগণ, কোথায় আছ, একবার সাড়া দাও। কই, কেউ ত কথা কইলে না। কি করি? উঃ, কি একটা তীব্র সন্ সন্ শব্দ হচ্চে না? ওই যেন কি নড়ছে! একি-এযে বৃহৎ একটা অজগর এই দিকে আসছে! (অসি নিষ্কাশিত করিয়া) আসুক, আমার গুরুদত্ত অসি শত্রুশোণিত পান না করে নিবৃত্ত হবে না।

(অজগরের রাজপুত্রকে আক্রমণ ও তৎকর্তৃক বিনষ্ট)

সর্প ত নিহত হল। কিন্তু বন্ধুরা কই? এই সর্পই কি তাদের অদৃশ্য হওয়ার কারণ? কি জানি কেন মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। এ আবার কি, ঝড় উঠলো নাকি? কি একটা প্রবল সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে? না না, এযে বৃহৎকায় দুটো পক্ষী আকাশ পথে উড়ে আসছে, তাদেরই পক্ষচালনার শব্দ। সশস্ত্র অবস্থান করাই ভাল। কি জানি যদি আক্রমণ করে।

(বেঙ্গমা ও বেঙ্গমীর প্রবেশ)

বেঙ্গমী। না জানি অদৃষ্টে আজ কি আছে। নিঃসহায় শাবকগুলি জীবিত আছে কি দুষ্ট সর্পের উদরেই গেছে তাই ভাবছি।

বেঙ্গম। না না, ঐ যে বাছাদের আনন্দ কোলাহল শুনতে পাচ্চি। নিশ্চয় সমস্ত কুশল। দেখ দেখ কি সুন্দর একটি মানুষের ছেলে ব্যাকুল নেত্রে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। কে তুমি বৎস, এ জনশূন্য মহাবনে তুমি কোথা থেকে এলে!

রাজ। পক্ষীর ন্যায় অবয়ব অথচ মানুষের চেয়ে মিষ্ট কথা, কে

আপনারা? আপনারা কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী কোন দেবযোনি? যেই হন, আপনাদের করুণস্বর শুনে আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্চে। আমি বড় বিপন্ন, আমায় সাহায্য করুন।

বেঙ্গমা। তুমি কে তার পরিচয় দাও আর তোমার কি বিপদ তা বল। সাধ্যায়ত্ত হলে নিশ্চই তোমার সাহায্য করব।

রাজ। আমি অবন্তী রাজের পুত্র। তিন বন্ধুর সঙ্গে অশ্বারোহণে দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলুম। পথে নানা দুর্ঘটনায় পড়ি। অশ্বগুলি-কেও বাঘে নিহত করেছে। তারপর রাত্রে আমরা এই গাছতলায় শুয়েছিলুম। শুতে না শুতে কেমন এক কালনিদ্রা এসে আমায় আচ্ছন্ন করেছিল। সহসা একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনে জেগে উঠে বন্ধুদের কাউকেও দেখতে পাচ্চি না। তারপর এক বৃহৎ অজগর এসে আমায় আক্রমণ করে। আমি তাকে অসির সাহায্যে নিহত করেছি।

বেঙ্গমা। অ্যাঁ তাইত। এই ত সেই দুষ্ট সর্প মৃত হয়েছে। ওঃ তাই আজ আমার বাছাগুলিকে নিরাপদ দেখছি। দেখ বৎস, তুমি এই সর্পকে সংহার করে শুধু আত্মরক্ষা কর নি, আমার শাবক গুলিরও প্রাণরক্ষা করেছ। যদি প্রয়োজন হয় তবে আমরা প্রাণ দিয়েও তোমায় সাহায্য করব।

রাজ। তবে দয়া করে শীঘ্র আমার বন্ধুদের সন্ধান করে দিন। তাদের জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছি।

বেঙ্গমা। (মৃতসর্পকে পরীক্ষা করিয়া) রাজপুত্র, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন কর। অমঙ্গল সংবাদ শুনে বিচলিত হয়ো না। বোধ হয় তোমার বন্ধুরা সর্পের উদরেই গেছে।

রাজ। সে কি! বন্ধুগণ সকলেই মৃত? হা ভগবান, এ কি করলে!

কোন মুখে আবার আমি দেশে ফিরে যাব? দুঃখের মূর্ত্তি দেখবার সাধ করেছিলুম বলে কি দুঃখের মহাসাগরে চিরদিনের জন্য নিক্ষিপ্ত হলুম। চারজনে একসঙ্গে লালিত হয়েছিলুম, চারজনে একসঙ্গেই মরব। বন্ধুগণকে ছেড়ে আমি কখনই এ পৃথিবীতে থাকব না।

বেঙ্গমা। রাজপুত্র, ক্ষান্ত হও। নিষ্ফল ক্রন্দনে কখনও বিপদের উপশম হয় না। এস, উপায় চিন্তা করা যাক।

রাজ। সবই যখন শেষ, তখন আর উপায়ের চিন্তা কি আছে?

বেঙ্গমা। আশা কখনও ছেড় না। আমি বলছি এখনও উপায় থাকতে পারে।

রাজ। হা বিধাতা, তাই কি হবে। আবার কি বন্ধুদের দেখতে পাব? না না সে যে আমার স্বপ্ন। অথবা দেবতার অসাধ্যই বা কি আছে? দয়া করে বলুন আপনি কি আমার বন্ধুদের জীবনদান করতে পারেন।

বেঙ্গমা। না তা পারিনা। কিন্তু তোমার বন্ধুদের বাঁচান আমার নিজের অসাধ্য হলেও, যাতে বাঁচতে পারে তার উপায় হয়ত বলতে পারি। তবে সেটা সাধন করা অনেকটা তোমার নিজের হাত।

রাজ। আপনি শীঘ্র বলুন কি করতে হবে? সে কার্য্য যতই বিপদজনক হ'ক না কেন আমি হাস্যমুখে অগ্রসর হব। আর বন্ধুদের বিচ্ছেদে আমি ত এমনিই প্রাণত্যাগ করছিলুম, না হয় তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করে জীবনদান করব।

বেঙ্গমা। তবে মন দিয়ে শুন। এখান থেকে সাতসমুদ্র তের নদীর পার রাক্ষসের পুরী আছে। সেখানে এমন জিনিষ আছে যাতে মরা মানুষকে পুনর্জ্জীবিত করা যায়। আমরা তোমায় রাক্ষসপুরীতে পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু নিজেরা সে জিনিষ আনতে

পারিনা। সেটা তোমার নিজের চেষ্টা আর বুদ্ধির বলে আনতে হবে। তবে তোমাকে আমরা একটা পালক দিব, সেটা সঙ্গে রাখলে রাক্ষসেরা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আবার যখন ফিরে আসবার জন্যে আমাদের আবশ্যক হবে তখন ঐ পালকের একটুখানি পুড়িও, তা হলেই আমরা দেখা দেব।

রাজা। বেশ, আপনারা তা হলে আমায় সেখানে পৌঁছে দিন; তারপর সে জিনিষ আনা যদি মানুষের সাধ্য হয় তবে তা নিশ্চয়ই আনব। আপনাদের আর কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব, আপনারা আমার জীবন দিলেন।

বেঙ্গমা। কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার সন্তানদের জীবনরক্ষা করেছ। তোমার ঋণের কিঞ্চিৎমাত্র পরিশোধ করতে পারলেই আমরা ধন্য হব।

রাজ। বন্ধুদের দেহের কি হবে?

বেঙ্গমা। তুমি চলে গেলে আমি সাপের পেট চিরে তাদের মুণ্ড গুলি সযত্নে রেখে দিব। তুমি যদি সে জিনিষ আনতে পার, তবে ঐ মুণ্ড থেকেই আবার তারা প্রাণ পাবে। এই পালক লও আর আমার পৃষ্ঠে চড়ে বলপূর্ব্বক আমায় ধরে থাক।

(রাজপুত্রকে পালক প্রদান ও তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া উড্ডীয়মান)

পঞ্চমদৃশ্য।

রঙ্গপট।

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসীগণ।

গীত।

(আমরা) ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যাই।
বাটা ভোরে পান দিলে গাল ভরে খাই।
মাতিয়ে পাড়া দিন দুপুরে দস্যি যত ছেলে
সাঁজের বেলা সাঙ্গ খেলা চোখটি আসে ঢুলে,
(মোরা) আলগোছেতে খোকাবাবুর মুখে চুমো খাই।
নূতন প্রেমে মাতোয়ারা যুবক যুবতী
ফিসির ফিসির গল্প করে জেগে কাটায় রাতি,
(মোরা) দূরে থেকে সুধু সেথা আড়িপেতে চাই।
মাথায় টেড়ি ঘুরিয়ে ছড়ি নিশাচরের দল,
তিনটে রেতে ফেরেন ঘরে পা দুটি টলমল,
তাদের চোখেও ভোরের বেলা (করুণ) হাত দুটি বুলাই।
(যে) আপন নিয়ে তুষ্ট সদা হৃদয়টি সরল
(যার) নাইক প্রাণে হিজিবিজি নাইক হলাহল,
(মোরা) তারেই বড় ভালবাসি, তারি কাছে যাই সদাই।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাক্ষসপুরী।

(বোক্কস ও বুক্কুসীর প্রবেশ)

গীত।

ঘুরি ফিরি মোরা আঁধার রাতে।
পিরিতি সারারাতি, দুজনাতে।

বুক্কুসী। (আহা) মিনসেটি আমার ভারি ভালো
কলজে জুড়ান ধন আঁখির আলো,
(তবে) রাগটা আমার হলে বেশী
মাঝে মাঝে চেলাকাঠে পিঠটা চষি,
(কিন্তু) ভালবাসি তারে আঁতে আঁতে।

বোক্কস। আমি জানি তা, বুঝি তা ভাল মতে।
একটু পিঠটা ব্যথা, সেত কথার কথা,
(ঐ) মারের লোভেই ফিরি সাথে সাথে।

বোক্কস। প্রেয়সী বুক্কুসী রাণী! আজ চরতে যাবে কোনদিকে ধনী?

বুক্কুসী। (মত্তস্বরে) বোক্কস প্রাণধন, চরতে যেতে আজ আর মন চাচ্ছে না। বড় অরুচি প্রাণনাথ, বড় অরুচি। ক্ষুধা নাই, পেট আইঢাই, রগ টন টন, মাথা বন বন, কিছু ভাল লাগে না। তবে তবে-এ—এ যদি একটি রসাল গণ্ডারের লেজ পাই তাহলে একটু টুকটাক করে দাঁতে কাটি।

বোক্কস। তাই ত প্রেয়সী, এই ভরা বয়েস, এখনই যদি এত অগ্নিমান্দ্য, তবে এমন করে আর বাঁচবে কদিন? শরীর ত দিন দিন খড়কেটি হয়ে যাচ্চে। তার উপর এই অরুচি; আহা কবে আমায় অনাথ করে চলে যাবে। একটা ব্যবস্থা না করলে ত আর চলছে না। এক কাজ করি। মানুষের দেশে গিয়ে, সেখানে কোন ভাল কবরেজের কাছে থেকে জালা কতক হজমিগুলি নিয়ে আসি। দেখি যদি অরুচির কিছু উপশম হয়।

বুক্কুসী। কবরেজের বড়ীতে কি আর এ অরুচি সারবে প্রাণধন! তার চেয়ে বরং দু চারটে কবরেজ আস্ত পেটে পুরলে কিছু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

বোক্কস। তাইত, এত কবরেজই বা কোথায় পাই? সহুরে কবরেজদের আজকাল দর যে ভারি বেশী। সাড়ে দশ আনায় একুশ রকম বক্কাল সংগ্রহ করে এককড়া ঔষধ হল, তাই বিজ্ঞাপনের জোরে ২৷৷০ টাকা সপ্তাহ হিসাবে বিক্রী। কাজেই সর্ব্বত্র বড় বড় গাড়ী ঘোড়াওয়ালা ধন্বন্তরী আর কবিচিন্তামণি, আর দরও বেজায়। তবে পাড়াগেঁয়ে কবরেজগুলো কতক সময় দরে সস্তা আর দমেও ভারী হয়। তাই না হয় দুটা একটা যোগাড় করব। নিদেন দুটো চারটে নেটিভ ডাক্তারও এনে দেব।

(জনৈক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস। সেলাম বোক্কস বাবু, বন্দেগি বুক্কুসী বিবি। সংবাদ কুশল ত?

বোক্কস। আর ভাই, কুশল আর কেমন করে বলি? রোজই বিপদ, চারিদিকেই গোলমাল।

রাক্ষস। কেন দাদা, আমরা থাকতে তোমার গোলমাল? তার উপর এ হেন গুণবতী বৌদিদি—

বোক্কস। ওই তোমার বৌদিদিটিকে নিয়েইত বিপদ, ভাই! একটা না একটা লেগে আছেই। এই জানত ভাই, সেদিন বন ভোজনে একটা হাতী গিলতে গিয়ে হাতীর দাঁত গলায় লেগে কি বিভ্রাটই ঘটিয়েছিল। আবার দেখনা, মাথা ঘুরছে ক্ষিধে নেই, হয়ত হিষ্টিরিয়াতেই দাঁড়াবে।

রাক্ষস। কিন্তু শত্রুর মুখে আলকাতরা দিয়ে, দিদিমণির গতরখানি ত—

বোক্কস। একেবারে পাঁকাটি, একেবারে পাঁকাটি। দেখনা, একটু ফুঁ দিলেই উড়ে যায়।

রাক্ষস। তা দেহটা উড়ুক না উড়ুক, প্রাণটা কিন্তু দিদিমণির চিরদিনই উড়্ উড়্ বটে। আহা, যেমনি ফুর্ত্তিভরা প্রাণ, তেমনি দেলদরিয়া মেজাজ, কেমন বৌদি?

বুক্কুসী। বলত দাদা, বলত। আহা, ঠাকুরপো নইলে কি মেয়েমানুষের কদর কেউ বুঝতে পারে?

রাক্ষস। না বৌদি, তোমার মহিমা পুরোমাত্রায় বুঝে উঠতে পারি, এতটা আক্কেল এখনও গজায় নি। তবে নিজগুণে যতটা দেখা দিয়েছ, ততটা দেখেছি।

(রাজপুত্রের প্রবেশ)

বোক্কস। রাক্ষস ভাই, রাক্ষস ভাই, এদিকে দেখ, এদিকে দেখ। কেমন একটা নধর গোলগাল মানুষের বাচ্ছা এই ধারে আসছে। একি সৌভাগ্য আজ! কোথায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে

গিয়ে খুঁজে খুঁজে মানুষ শিকার কত্তে হয়, না একেবারে মুখের গোড়ায় আহার। আজ ভোজনের ব্যবস্থাটা কি মজাদারই হবে।

রাক্ষস। (ঢোক গিলিতে গিলিতে) হাঁ দাদা, হাঁ দাদা। মাথাটায় মুড়ির ঘণ্ট, আঙ্গুল গুলোর ঝালচচ্চড়ি, পাদুটোর লেগ-রোষ্ট। বৌদি, আজ তোমার নিজের হাতে রাঁধতে হবে।

বুক্কুসী। হায়, হায়, হায়, হায়! কেয়া তোফা, কেয়া তোফা, কেয়া আঁখকা বাহার, কেয়া মিঠা সুরত। হায় হায় হায় হায়, এরে পেটে পুরি কি বুকে ধরি, পেটে পুরি কি বুকে ধরি, হায় হায় হায় হায়!

বোক্কস। কথাটা যে কিছু গোলমাল হয়ে পড়্ছে প্রেয়সী। এমন পতিব্রতা সতী তুমি, পতি বই আর জান না, তোমার মুখ দিয়ে এমন কথাটা কেন বেরুল?

বুক্কুসী। হায় হায় হায় হায়, পেটে পুরি কি বুকে ধরি, পেটে পুরি কি বুকে ধরি, হায় হায় হায় হায়!

রাক্ষস। না না না, বৌদিদি রহস্য কচ্চে। বৌদিদি একটু প্রেমিকা বটেন, কিন্তু বরাবরই দেখে আসছি যে ওঁর প্রেমের চেয়ে পেটের জ্বালা আরও প্রবলা। বৌদি কি আর তুচ্ছ প্রেমের খাতিরে এমন আহারের আশাটা ব্যর্থ করে দেবেন? ও নিশ্চয়ই রহস্য।

বোক্কস। অ্যাঁ রহস্য? বিদ্রূপ? পরিহাস? ব্যঙ্গ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তাই বল ভাই, তাই বল। আঃ ধড়ে প্রাণ এল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। প্রেয়সী আমার শুধু প্রেমিকা নন, রসিকাও বটেন। তা হলে রান্নার উজ্জুগ করি?

বুক্কুসী। হায় হায় হায় হায়! পেটে পুরি কি বুকে ধরি, পেটে পুরি কি বুকে ধরি। হায় হায় হায় হায়!

বোক্কস। একি বাবা! পরিহাস যে ক্রমেই ঘনীভূত হতে আরম্ভ হল।

বুক্কুসী। না না, বুকেই ধরি, বুকেই ধরি, বুকেই ধরি।

বোক্কস। কি! তবে রে সর্ব্বনাশী পাপিয়সী প্রেয়সী, আমি এমন কালশশী, এত তোকে ভালবাসি, তুই আমার গালে দিয়ে মসী, কিনা একটা মানুষের তরে হলি উদাসী? দেখ, রেগে কি করে বসি! আন ত রাক্ষস ভাই, একখানা অসি, শালীর নাকটা কেটে ঝামা ঘসি!

বুক্কুসী। আরে যা—যা—যা—যা—যা—যা—যা—যা—যাঃ।

বোক্কস। কি! এত অপমান, তবু দেহে রহে প্রাণ; আমি রেগে হচ্ছি কম্পমান, আজ দুনিয়া করব খান্ খান্, চোখের সামনে প্রাণেশ্বরী পরকে করে প্রেমদান!

রাক্ষস। আহা দাদা, একটু আস্তে আস্তে। একেবারে অতটা রাগ কি করতে আছে? মাথা ঠাণ্ডা কর, মাথা ঠাণ্ডা কর। ঘর সংসার করতে গেলে অমন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। সুবুদ্ধি লোক কি আর তাই নিয়ে অত গোলমাল করে?

বোক্কস। না, আমি কিছুতেই রাগ সামলাতে পাচ্ছি না। জান আমি একটা অসাধারণ কড়া স্বামী? পত্নীকে অপরের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে দিতে আমি কিছুতেই রাজী হই না! জান তা?

রাক্ষস। বাস্‌রে! এত বড় কড়া স্বামী তুমি, তা ত এতদিন জানতেম না, দাদা! তা যা হোক, কিন্তু বৌদিদি বেচারার আর বিশেষ দোষ কি? একে অবলা সরলা কুলবালা, তায় প্রেমে বিহ্বলা, তার উপরে—

বোক্কস। সামনে এল ঐ শালা? কি বল, অ্যাঁ?

রাক্কস। এই! এই ত দাদা, তবে সবই বুঝেছ। দোষটা সব ঐ শালার।

বোক্কস। বটে? তবে দোষটা সব ঐ শালার?

রাক্কস। নিশ্চয়, অন্ততঃ আইনে ত তাই বলে।

বোক্কস। সত্যি নাকি? আইনে কি বলে ভাই?

রাক্কস। আইন বলে—এ সব কাজে রমণীর কোন অপরাধ হতে পারে না। সাজা যা হবে সে ঐ পুরুষ শালাদের।

বোক্কস। বটে বটে, আইন এমন কথা বলে? তবে ত ভাই, তোমার বৌদিদিকে এ বিষয়ে কটু কথা বলাটা আমার খুবই বেআইনি হয়েছে?

রাক্কস। দু'শবার বেআইনি। অপরাধ যা কিছু হয়েছে সব জানবে ঐ শালার।

বোক্কস। সব ঐ শালার? তবে দাঁড়া শালা। আনি একটা কোঁৎকা, দেখি তুই কেমন হোঁৎকা!

(লাঠি আনয়ন ও লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে গীত)

বোক্কস। আরে কে তুই শালা.
(মোর) ছার কপালে দিলি ঢেলে তেঁতুল গোলা!
রেগে হয়েছি আগুন, এখনি করব তোরে খুন

বোক্কস ও রাক্কস। ভেবেছিস মনে কি এ ছেলেখেলা।

বোক্কস। আমার মেজাজটা জানিস ভারি চটা

বোক্কস ও রাক্কস। বাঁচতে যদি চাস তবে শিগ্‌গির পালা
(বেটা শিগ্‌গির পালা)

বুক্কুসী। আরে যা-যা-যা-যা-যাঃ, তোর সব আছে বোঝা,
রেখেদে জারিজুরি মুরদ ভারি, বকিসনে মেলা।
(মিছে বকিসনে মেলা)

বোক্কস। না, এ আর সহ্য হয় না। ভাই রাক্ষস, তুমি একবার তোমার বউদিদিকে সামলাও ত। আমি এ ছোঁড়ার মাথাটা কড়্‌মড়্‌ করে চিবিয়ে একঘটি জল খেয়ে ফেলি।

রাজ। দেখ বাপু, আমি বিদেশী। তোমাদের সঙ্গে শুধু শুধু ঝগড়া কত্তে চাই না। কেন বিনা কারণে আমার সঙ্গে শত্রুতা কচ্চ?

বোক্কস। বল কি রসিক রতন! মিষ্টি কথায় প্রাণে যে বরফজল সিঞ্চন করে দিলে। আমার গৃহিণীর সঙ্গে দিব্য প্রণয়ালাপ ছুটিয়েছেন, আর অম্লানবদনে বলা হচ্ছে কি না (মুখ বিকৃত করিয়া) "শুধু শুধু ঝগড়া কর্ত্তে চাই না"! কোন মুলুকের লোক হে তুমি?

রাজ। আমি পুনর্ব্বার তোমাদের বলছি যে আমি বিপন্ন বিদেশী। তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি নিজের কাজে এসেছি। কাজ সাঙ্গ হলেই ফিরে যাব।

বোক্কস। ফিরবে আর কোথায় মাণিক? এই দেশেই ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে। ধরত ভাই রাক্ষস, ধরত। বেটাকে ভাগাভাগি করে চিবুতে আরম্ভ করি। জানিস্‌নে আমি বোক্—কস্?

(রাক্ষস ও বোক্কসের রাজপুত্রকে আক্রমণ)

রাজ। তবে রে বেটা বোক—কস্! কিছু বলছি না বলে? এই দেখ তোদের যমদণ্ড।

(বেঙ্গমার পালক সঞ্চালন)

বোক্কস। ওরে বাবারে, বেটা মন্তর জানেরে। আগুনের হলকা, আগুনের হলকা।

রাক্কস। কিছু ভয় নেই দাদা, কিছু ভয় নেই। তুমি সাহস করে অগ্রসর হও। আমি ঠিক তোমার পিছনে আছি।

রাজ। তবে দাঁড়া, ঐ পিছনের বেটাকেই আগে ধরছি।

(রাক্ষসের দিকে পক্ষসঞ্চালন)

রাক্ষস। ওরে বাবারে, মা রে, ছোট মাসীরে !

[লম্ফ দিয়া পলায়ন।

বোক্কস। ওরে, আমায় ফেলে কোথায় পালালি রে। ওরে আমায় ভরসা দিয়ে কোথায় গেলি রে ! দোহাই বাবা বিদেশী, আর পালক মেরনি বাবা। আমি গুটি গুটি সরছি বাবা। আমার এতদিনের বুক্কুসীটিকে নিয়ে যদি সুখী হওত হও বাবা। প্রাণে বেঁচে থাকলে অমন ঢের বুক্কুসী জুটবে।

[পলায়ন।

রাজ। ওহে শোন শোন, যেও না। আমার কথাটাই শোন না। যাঃ আর কে শোনে !

বুক্কুসী। এই যে ভাই, আমি তোমার কথা শুনব ভাই। কি বলবে বল না ভাই। আমি যে কাণ পেতে আছি ভাই।

রাজ। (স্বগতঃ) তাইত, এ আবার এক নূতন বিপদ দেখছি যে। এবার ত আর পালক নেড়ে কাজ হবে না। কৌশলে উদ্ধার হতে হবে। আর বিধাতা যদি মনে করেন ত এ হতে আমার কার্য্যোদ্ধারও হয়ে যেতে পারে। দেখা যাক কি হয়।

বুক্কুসী। বলি, ভাবছ কি ভাই ?

রাজ। ভাবছি ? এই ভাবছি তোমার রূপের কথা।

বুক্কুসী। রূপ ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, আমার রূপ নিয়েই মিন্সেগুলো ম'ল। যে দেখে সেই একেবারে তন্—ময় হয়ে যায়। কত লোক বিবাগী হল, কত লোক জ্যান্তে মরা, আবার কতলোক গলায় দড়ি দেবে বলে উইল করেছে। তারপর কতলোক কেবল চিঠি লিখে লিখে পাগল হল—হায়, হায়, শুধু এই রূপখানার জন্যে। বাড়ীতে ভাই

আমার একটা প্রেমের ডেস্ক আছে, সেটা কেবল ভালবাসার আর নিরাশ প্রেমের চিঠিতে টৈ টুম্বুল।

রাজ। সে আর আশ্চর্য্য কি ভাই। আমি ত পাঁচমিনিট ও রূপ দেখতে না দেখতেই অজ্ঞান হবার মত হয়েছিলুম। এখনো দেখনা, বুক্‌টা ধড়াস ধড়াস কচ্চে।

বুক্কুসী। তবে চল ভাই, তোমায় নিয়ে একটু আকাশে উড়ে আসি। নানা গোলমালে মনটা বড় বিগড়ে গেছে। চল একটু হাওয়ায় গা ভাসান দিয়ে প্রাণটাকে চুমরে নিই।

রাজ। উড়ব বৈ কি ভাই, ওড়বার জন্মেইত এসেছি। তবে একটু সবুর করে। অনেক পথশ্রম করে এলেম, একটু ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করি। তোমার সঙ্গে প্রাণভরে দুটো ভালমন্দ কথা কই। তারপর ওড়া যাবে।

বুক্কুসী। ক্ষুধাতৃষ্ণা? আহা, এ কথা এতক্ষণ বল্লনি ভাই। ঐ দিকে আমার সঙ্গে এস। প্রচুর আহারের আয়োজন আছে। আমিও অমনি একটু কিছু মুখে দিই গে। আমার আবার ভাই, পেটটা ভরা না থাকলে প্রেমটা ভাল আসে না। চল, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাক্ষসপুরীর রাজপথ।

"ক্যানিবল হোটেল"

(ম্যানেজার ও ওয়েটার-বয়গণের প্রবেশ ও গীত)

বড়িয়া টিফিন বাবু, বড়িয়া টিফিন।
চিখনেসে দেলখোস মাঙ্গেগা ফিন।
ফরাসী মুলুক্‌কা বেঙকা কাবাব,
বর্ম্মাকা নাপ্পি যো পেয়ারে নবাব,
(ঔর) আরসোলাকা মোরব্বা ভেজা হ্যায় চীন।
শিরকা মগজসে পুডিং পিঠা,
গিরগিটিসে বনায়া চাটনী মিঠা
হাতীকা রোষ্ট, বয়েল্‌ড ঘোড়েকা ডিম।
ওমদা বনা, বহুত তোফা খানা,
রূপিয়ামে হট ডিস্ শঁকড়া কিসিন্।

(বুক্কুসী ও রাজপুত্রের প্রবেশ)

ম্যানেজার। আইয়ে বুক্কুসী বিবি, আইয়ে। খবর আচ্ছা ত?

বুক্কুসী। ওহে, আমাদের জন্যে একটা আলাদা ঘরে টেবল পাত দেখি। আর ভাল ডিস্ কি কি তৈরি আছে তার একটা ফর্দ্দ দাও।

ম্যানেজার। সবই ভাল ডিস্, সবই উৎকৃষ্ট মাল মসলা। আর আর সমস্ত জিনিষ বিশুদ্ধ সাপের চর্ব্বিতে রান্না।

বুক্কুসী। তবু কি কি রেডি আছে শুনি।

ম্যানেজার। আপনি যা যা ভালবাসেন সবই আছে। খোকা

খুকির ডালনা, ভাদ্রবউ ভাজা, শাশুড়ি সড়সড়ি। তা ছাড়া ঠাকুর মশায়ের এমন উপাদেয় গুড় অম্বল তয়ের হয়েছে যে মুখে দিলে আর ভুলতে পারবেন না।

বুক্কুসী। তা বেশ বেশ। তা হলে একটু বেশী করে সাজিয়ে রেখে দাও। সঙ্গে একটি ফ্রেণ্ড আছে দেখছ ত।

ম্যানেজার। তাই ত, এ ফ্রেণ্ডটি আবার কবে কেড়েছেন। দিব্যি গোলগাল মোলায়েম চেহারাটি ত। গালদুটিতে অতি পরিপাটি কাটলেট তৈরি হয়।

বুক্কুসী। খবরদার, ও সব লোভ দেখিও না। প্রেমের খাতিরে অনেক সহ্য করে সামলে আছি। ও সব কথা বলে মন খারাপ করে দিওনা,—খবরদার!

ম্যানেজার। না না, তা নয়। তবে আপনার ত দস্তুর আছে যে সময় সময় কিছুদিন ধরে প্রেম করেন, আবার শেষে প্রেমিকের মুণ্ডটি পেটে পোরেন, তাই বলছি।

বুক্কুসী। আরে যাও যাও, বেশী বকো না। ভিতরে গিয়ে জিনিষ পত্র গুলো গরম করোগে। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে সব তৈরি চাই। ঐ শাশুড়ি-সড়সড়িটা একটু বেশী করে রেখো।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

(ম্যানেজার ও ওয়েটারগণের ভিতরে গমন)

বুক্কুসী। তা হলে ভাই, এখন কি করা যায় বল দেখি?

রাজ। আর ভাই, আমার ত বড় ভাবনা হল। ঐ ত শুনলেম, যে কিছুদিন প্রেম করে তোমরা আবার পেটে পোর। তা হলে ত বড় ভয়ের কথা।

বুক্কুসী। আরে না না। সে ভয় আপাততঃ নেই। কিন্তু ভাই

তুমি যদি যথার্থ প্রেমিক হও, তাহলে কি প্রণয়িনীর পেটে গিয়ে তার শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে একান্ত গররাজী হবে। চুম্বন থেকে চর্ব্বন, তারপর গলাধঃকরণ,—কেমন সুখের বল দেখি!

রাজ। কি জান ভাই, প্রণয় জিনিষটা আমার এখনও তেমন চর্চ্চা করা ঘটে ওঠে নি। হয়ত প্রেমশাস্ত্রটা ভালরকম আয়ত্ত হলে, মনের ভাবটা ঐ প্রকারই হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু যতদিন সেটা না হয়, ততদিন প্রণয়িনীরই হ'ক, কি অপর কারোরই হ'ক, পেটের ভিতর গিয়ে হজম হতে একটু একটু মন কেমন করবে বৈ কি।

বুক্কুসী। তাইত, তাহলে তোমায় দিনকতক ভালকরে প্রেমের মহলা দিতে হবে।

রাজ। তাঁতে বেশীদিন লাগবে না। তোমার সঙ্গে এই আধঘণ্টা একত্রে থেকেই যতটা এগিয়েছি, তাতে বোধ হয় মাসখানেক তোমার পিছু পিছু ঘুরলেই প্রেমশাস্ত্রে আমি একটা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ হয়ে পড়ব। তবে ভাই, তদ্দিন টিঁকব কি?

বুক্কুসী। সত্যি কথা যদি বলতে হয় ভাই, সে বিষয়টাতে আমারও কিছু সমস্যা আছে। মন না মতি, খেয়াল কখন কি হয় কে বলতে পারে? আমার ভাই সাদা কথা।

রাজ। তা হলে প্রেম করতে করতে হয়ত অন্যমনস্কে গাল থেকে কি পিঠ থেকে এক আধ গরাস মুখে পুরতেও পার?

বুক্কুসী। না ভাই, তোমার উপর আমার এখন যে রকম মন পড়েছে, তোমাকে এখন অনেক দিন রেখে রেখে খাব। আপাততঃ তোমার কোনও ভয় নেই। আর যদিই বা খানিকটা খেয়েই ফেলি, তাহলেও আমাদের এখানে এমন জিনিষ আছে যাতে তোমায় আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারি। (জিব কাটিয়া) না না, এসব আমি কি বলছি।

রাজ। বলনা ভাই, বলনা ভাই, কি জিনিষ আছে। (স্বগতঃ) হা ভগবান! বুঝি এইবার মুখ তুলে চাইলে। কথাটা যেমন করে হ'ক বের করে নিতেই হবে। (প্রকাশ্যে) বলবে না ভাই, কি জিনিষ? এই তোমার ভালবাসা?

বুক্কুসী। না ভাই, মাপ কর। সে জিনিষের কথা আমাদের বিদেশী লোকের কাছে বলবার যো নেই। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

রাজ। ভাই, আমি কি এখনও বিদেশী আছি? প্রথম দর্শনেই তোমায় এতটা ভাল বাসলেম, আর তুমি আমায় এখনও পর মনে কচ্ছ? তবে কাজ নেই আর প্রেমে। এই আমার মাথাটা তোমার মুখের ভিতর দিচ্ছি, তুমি মনের সাধে চিবুতে আরম্ভ কর।

বুক্কুসী। আহা, রাগ কর কেন ভাই? বলবার কথা হলে কি আর তোমায় বলতেম না?

রাজ। আমি কি আর কাকেও বলতে যাচ্চি? তবে কথাটা শুনলে মনে একটা ভরসা থাকত, যে যদিই কখনও তোমার ক্ষিধের সময় আমায় দিয়ে তোমার পেট ভরাবার দরকার হয়, তবে আবার বেঁচে তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাব। তা যদি সে ভরসা টুকু দিতেও তোমার আপত্তি থাকে, তবে আর প্রাণে কি করে সুখ আসবে ভাই?

বুক্কুসী। আচ্ছা বেশ ভাই, তোমায় বলছি। কিন্তু খবরদার, কারও কাছে প্রকাশ করো না। ঐ যে দেখছ সামনে একটা পাহাড়, ওর তলায় একটা সোনার দরজা আছে। সেই দরজায় এক নিশ্বেসে সাতবার ঘা দিলেই দরজা আপনিই খুলে যায়। ভিতরে রাজপুরী, সেখানে আমাদের রাণী বাস করেন। রাজপুরীর ভিতরে একটি

সোনার কাঠি আর একটি রূপোর কাঠি আছে। রূপোর কাঠি ছোঁয়ালে লোক মরে যায়, আর সোনার কাঠি ছোঁয়ালে মরা লোক বাঁচে। এমন কি, মরা লোকের মুণ্ডটা পেলেও তার থেকে লোক পুনর্জ্জীবিত হয়।

রাজ। (স্বগতঃ) ভগবান, এতদিনে বুঝি করুণা বর্ষণ করলে। এখন শেষ রক্ষা হইলেই মঙ্গল। (প্রকাশ্যে) যা হোক ভাই, ভাগ্‌গিস কথা গুলো বলে দিলে, তাইতে ভরসা পেলেম। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল। এইবার ধীরে সুস্থে নির্ভয়ে প্রেম করতে পারব।

বুক্কুসী। তা হলে ভাই, তুমি একটু এখানে সবুর কর। খানা টানা সব প্রস্তুত হয়ে এল—অর্থাৎ খানাটা এইখানেই হবে, তবে সেই সঙ্গে একটু টানার বন্দোবস্ত না হলে আমার সুবিধা হয় না। আমি একটু চটকরে একপিপে বুল হুইস্কির যোগাড় দেখি। এদের হোটেলে আবার আবকারীর লাইসেন্স নেই। আমার বেশী দেরী হবে না, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি।

[প্রস্থান।

রাজ। আর কি! এই সুযোগে এইবার চম্পট দেওয়া যাক। ঐ ত পাহাড় দেখা যাচ্চে, দেখি অদৃষ্টে কি আছে। জয় দুর্গা!

[দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাক্ষস রাজপুরী।

কক্ষ-মধ্যে রাজকন্যা শায়িতা।

(রাজপুত্রের প্রবেশ)

রাজপুত্র। নীরব জনশূন্যপুরী। মক্ষিকার পক্ষশব্দ মাত্রও নাই। কি গভীর নিস্তব্ধতা! বৃহৎ বৃহৎ খালি ঘরগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। (পরিক্রমণ) কই কোথাও কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। একটা রাক্ষস প্রহরী পর্য্যন্ত নেই। আজ এই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বোধ হয় সমস্ত নিশাচর নিশাচরীই আহার অন্বেষণে বেরিয়েছে। যা হোক, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে নির্জ্জনতাই সুবিধা। (পরিক্রমণ) একি! পালঙ্কোপরি শায়িতা এ অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি কার? নিদ্রিতা না মৃতা? কই, নিশ্বাস প্রশ্বাস বইছে বলে ত অনুমান হচ্চে না। আহা, এমন কমনীয়া কুসুম-কিঞ্জলকসমা বালিকা কি অকালে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা হয়েছে? হায় হায়, তরুতল বিস্তৃত বৃন্তচ্যুত সেফালিরাশির ন্যায় শুভ্রকান্তি দেহলতিকা যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে আছে। প্রাণশূন্যাই ত বটে! মাথার শিয়রে এ দুটী কি? এই কি সেই বুকুসী কথিত সোণার কাঠি রূপার কাঠি? এই কি আমার অভীষ্ট বস্তু? জয় ভগবান্, তবে বুঝি আবার বন্ধুদের মুখ দেখতে পাব। আপাততঃ এই সোণার কাঠি নিয়ে এই রমণীর দেহস্পর্শ করি, দেখি কি ফল হয়।

(সোণার কাঠির দ্বারা রাজকন্যাকে স্পর্শ)

রাজকন্যা। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) একি, কে ঘুম ভাঙ্গালে? কোথায় আয়ী বুড়ী? না, এখনও ত প্রভাত হয় নি। আজ এরি

মধ্যে কি সবাই চরে ফিরল? একি, তুমি কে? তুমি ত রাক্ষস নও। কি সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি! তুমি কি কোন দেবতা?

রাজপুত্র। না সুন্দরী, আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমায় দাসমাত্র বিবেচনা করো।

রাজকন্যা। তুমি মানুষ? অঁ্যা, মানুষ এত সুন্দর হয়? কে তুমি, কোথা থেকে এলে? আমাকে অসময়ে জাগিয়ে সুষুপ্তির কোল থেকে টেনে এনে, সহসা চোখের সম্মুখে সুখস্বপ্নের মত কি এক অপূর্ব্বদৃষ্ট মনোরম ছবি ধরে দিলে।

গীত।

(আমি) আপনা হারায়ে আছিনু ডুবিয়ে
স্বপন সায়র তলে।
অগাধ গভীর তন্দ্রা আবেশে
গেছিনু সকলি ভুলে।
(ওগো ঘুমঘোরে সব ভুলে যে ছিনু)
সহসা টুটিল স্বপনের ঘোর
কার আবাহন গানে।
না পোহাতে নিশি কে বাজালে বাঁশী
কি নব আকুল তানে।
(ওগো) আসি অসময়ে বসিয়ে শিয়রে
ঘুমটি ভাঙ্গালে কে?
(ওহে সুরূপ সুজন রমণীমোহন ঘুমটি ভাঙ্গালে কে?)
কোন্ দেশ হতে কিবা সুর আনি
পরাণে ঢালিলে হে।

(তুমি) কোন গগনের শশী।
কারে বিলাইতে সুধার লহরী
ভূতলে পড়েছ খসি।

রাজপু। (আমি) জীবন তরণী বাহিয়া
চলেছিনু গান গাহিয়া,
করি পথভুল নাহি হেরি কুল,
দিশাহারা মত ভাসিয়া।
(মোর তরণী বাঁধিতে কেহ না ছিল।)
(সখি) আজি কোন শুভলগনে,
কিবা অনুকূল পবনে,
(মোর) সাধের তরণী লাগিল কিনারে,
(তব) চরণ প্রান্তে আসিয়া।

রাজকন্যা। শীঘ্র পরিচয় দাও কে তুমি? কোথা হতে এলে? কেন এলে?

রাজপুত্র। আমার পরিচয় আর অধিক কি দিব? আমি অবন্তী দেশের রাজপুত্র। তিন বন্ধুর সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম, পথে তিন জনই সর্প কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়েছে। আমি তাদের পুনর্জ্জীবিত করবার চেষ্টায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী নামক দুটি দেবধর্ম্মী পক্ষীর সাহায্যে এই দেশে এসেছি। তারপর নানাপ্রকার কথা অবগত হয়ে এখানে এলেম। কিন্তু তুমি কে সুন্দরী, এমন দিব্যকান্তি অমরা-দুর্লভ রূপরাশি নিয়ে এই ভয়াবহ রাক্ষসপুরীতে মৃতপ্রায় শায়িত ছিলে? দয়া করে কি তোমার পরিচয় দেবে না?

রাজকন্যা। আমার পরিচয় আমি নিজেই খুব অল্প জানি। পূর্ব্বে এই দেশ মানুষের অধিকারে ছিল, এবং আমার পিতা এখানকার

রাজা ছিলেন। আমার শৈশবাবস্থায় এই রাজ্য রাক্ষসদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রাক্ষসেরা রাজ্যের সমস্ত লোককে, এমন কি আমার পিতাকেও সপরিবারে মেরে ফেলে। কেবল আমাকে রাক্ষসরাণী পুষবে বলে রেখে দেয়। তাও কবে খেয়ে ফেলে ঠিক নেই।

রাজপুত্র। সে কি, মায়া করে পুষেছে, তবে আবার খেয়ে ফেলবার ভয় কেন?

রাজকন্যা। রাক্ষসদের শরীরে কি আর দয়া মায়া আছে? সখ করে পুষেছে, যেদিন সখ ফুরুবে সেই দিনই বিনাশ করবে। আমি রাক্ষসী রাণীকে আয়ী বলি, সে আমাকে নাতিনী বলে, এতদিন ধরে পুষেছে, তবুও সময় সময় লোভে পড়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে খানিকটা খেয়ে ফেলে, আবার সোণার কাঠি দিয়ে বাঁচায়।

রাজপুত্র। এখন কি সবাই চরতে গেছে?

রাজকন্যা। হাঁ, সন্ধ্যা হলেই আমাকে রূপার কাঠি ছুঁইয়ে মেরে রেখে যায়, আবার সমস্ত রাত্রি চরে সকালে ফিরে এসে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে আমায় বাঁচায়।

রাজপুত্র। দেখ রাজকন্যা, তোমার কাছে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না, আমি ঐ সোণার কাঠিই নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু তা হলে ত তোমাকেও ফেলে যেতে পারি না। সাহস করে বলতে ভরসা হচ্চে না, কিন্তু যদি তুমি দয়া করে এ হতভাগ্যের সঙ্গে চল, তবে তোমার সেই অনুগ্রহের জন্য আজীবন কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তোমায় পূজা করব।

রাজকন্যা। তোমাদের দেশে কি এই রকম করেই কথা কয়? আমারই তুমি প্রাণ রক্ষা করতে যাচ্ছ আর আমাকেই কৃতজ্ঞতা দেখাবে বলছ?

রাজপুত্র। তুমি সে কথা বুঝতে পারবে না। তোমাকে একবার চোখে দেখার যা সুখ, মুহূর্ত্তেকের জন্য তোমার সঙ্গে বাস করার যে আনন্দ, তার পক্ষে জীবন বিসর্জ্জনও তুচ্ছ কথা। কৃতজ্ঞতা আমারই দেয়,—তোমার নয়।

রাজকন্যা। আমি তোমার মত কথা কইতে জানি না, সুতরাং আর বেশী কি বলব। কিন্তু প্রাণদাতাকে যদি দেবতার মত জ্ঞান করা উচিত হয়, তবে আজীবন তুমি আমার হৃদয়ের দেবতাই থাকবে। কিন্তু হায়, তোমাকে দেখবার সুখের আশা দুরাশা মাত্র। তুমি এখান থেকে আমায় নিয়ে যেতে পারবে না।

রাজপুত্র। কেন পারব না? আমি ত বেঙ্গমার পালকের বলে সমস্ত রাক্ষসকেই পরাজয় করতে পারি।

রাজকন্যা। বেঙ্গমার পালকটি তোমার কাছে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ কোন রাক্ষস তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু একটি পালকে একাধিক লোক নিরাপদ হতে পারে না। আমি তোমার সঙ্গে যাবার চেষ্টা করলে, যদিও রাক্ষসেরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না বটে, কিন্তু আমাকেও তুমি তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

রাজপুত্র। তবে ত আমার কর্ত্তব্য সম্মুখেই পড়ে রয়েছে। তুমি এই পালকটি নিয়ে নির্ভয়ে সমুদ্রতীরে যাও। সেখানে পালকের একটা অংশ পোড়ালেই বেঙ্গমা পাখীর আবির্ভাব হবে। তুমি তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে, তোমাকে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে যেতে বলো। তারপর সোনার কাঠির সাহায্যে তাদের পুনর্জ্জীবিত করে, তুমি তাদের সঙ্গে দেশে যেও। আর একটি ভিক্ষা—আমার বন্ধু মন্ত্রীপুত্র সর্ব্বগুণবান সুরূপ ও সুপ্রেমিক। তুমি তাকে বিবাহ করে সুখী হইয়ো।

রাজকন্যা। আর তুমি?

রাজপুত্র। আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, এই লৌহদণ্ডসদৃশ সবল বাহুদ্বয়ের সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করব। যদি অপারক হই, তাতেও কোন ক্ষতি নাই। ক্ষত্রিয় সন্তান মরণে দৃকপাত করে না।

রাজকন্যা। ছি ছি ছি রাজপুত্র, আমি রাক্ষসদিগের দ্বারা লালিতা হয়েছি বলে কি আমাকে রাক্ষসীই মনে করলে? কি করে এ নিষ্ঠুর অনুরোধ আমায় করতে পারলে? আমার এই অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর রমণীর প্রাণের জন্য তোমার ঐ দেবতুল্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেবে? ছি ছি ছি! মরতে কি শুধু ক্ষত্রিয় সন্তানই জানে, রমণী জানে না? নারীকে কি এতই হীন মনে কর?

রাজপুত্র। না না, নারীকে আমি কখনই হীন মনে করি না। কিন্তু দেখ, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে, বিপন্না রমণীর জন্য আত্মদান করতে পুরুষজাতির একটা আজন্ম অধিকার আছে। তুমি সে অধিকার থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত করতে চাও রাজকন্যা?

রাজকন্যা। তবে এস আর তর্কে কাজ নেই। হয় দুজনেই রক্ষা পাবার চেষ্টা করি, নয় দুজনেই একসঙ্গে মরি।

রাজপুত্র। বেশ তাই ভাল। বিধাতা যখন সাতসমুদ্র তের নদীর পার থেকে আমায় ঘটনাচক্রে ফেলে তোমার কাছে এনে উপস্থিত করেছেন, তখন আমাদের পরস্পরের জীবনসূত্রে এমনই গ্রন্থি লাগুক যেন তাহা অনন্তকালেও বিচ্ছিন্ন না হয়। এস রাজকন্যা, এই লও আমার অঙ্গুরী! এস দুজনে ধর্ম্মসাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা করি যে আজ থেকে আমরা অন্তহীন সংসারস্রোতে একসঙ্গে ভেসে যাব, জীবনে মরণে বিচ্ছিন্ন হব না।

রাজকন্যা। বেশ, আজ এই জীবনের প্রান্তভাগে এসে, মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে, লজ্জা সরম ভাসিয়ে দিয়ে মুক্তকণ্ঠে ধর্ম্মসাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা করলেম যে আমাদের পরস্পরের অদৃষ্ট আজ থেকে একই সূত্রে গাঁথা হল। রাজপুত্র, এই নাও বরমাল্য। চল এইবার হাত ধরাধরি করে মরণের পথে অগ্রসর হই।

রাজপুত্র। আচ্ছা, মরণ ত আছেই। তাকে ত আর সাধ্য-সাধনা করে ডেকে আনতে হবে না। তার আগে একবার আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? দেখিনা ক্ষত্রিয় বাহুর বল কত?

রাজকন্যা। এখন সমুদায় রাক্ষসকুল নির্ম্মূল না করতে পারলে, আত্মরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু সে ত একরূপ অসম্ভব। তুমি একক কত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? তবে শুনেছি রাক্ষসদের মৃত্যুরহস্য কোথায় একটা লুক্কায়িত আছে। সে কথা রাক্ষসী রাণী ভিন্ন অপর কেহ জানে না। আবার সে রহস্য জানতে পারলেও সে মত কার্য্য করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয়।

রাজপুত্র। আচ্ছা তুমি যদি কোনও কৌশলে সে রহস্য জেনে নিতে পার, তবে মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কি না সে চেষ্টা দেখব। তুমি আজই সেটা জানবার চেষ্টা কর। মনে রেখ আমাদের উভয়ের জীবনমরণ তার উপর নির্ভর করছে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

রাজকন্যা। ঐ যে গোলমাল শোনা যাচ্চে। রাক্ষসেরা ঘরে ফিরে আসছে। রাত্রিও প্রায় প্রভাত হল। তুমি শীঘ্র এই পাশের ছোট ঘরের মধ্যে লুকোও। মানুষের আহারীয় যথেষ্ট খাবার সামগ্রী আছে। তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর। একটু পরে রাক্ষসী রাণী সমুদ্রে স্নান করতে যাবে। তখন আবার দেখা হবে। আমায় রূপার কাঠি দিয়ে মেরে রেখে যাও।

রাজপুত্র। বেশ আমি পাশের ঘরে লুকুচ্চি। তুমি কথাটা বের করে নেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করো।

[রাজকন্যাকে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া প্রস্থান।

(রাক্ষসীরাণীর প্রবেশ)

রা রা। হাঁউ মাউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ, হাঁউ মাউ খাঁউ মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ। কোথা থেকে মানষের গন্ধ পাওয়া যায় রে? ওলো নাতনী, ওঠ ওঠ (রাজকন্যাকে সোনার কাঠি স্পর্শ) কোথা থেকে টাটকা মানুষের গন্ধ আসছে রে?

রাজকন্যা। মানুষের গন্ধ আর কোথা থেকে পাওয়া যাবে? মানুষের মধ্যে ত এক আমিই আছি। আমাকেই না হয় খাও।

রা-রা। আহা বালাই! তোকে খাব কেন নাতনী? তোর শত্রুকে খাই।

রাজকন্যা। তা মাঝে মাঝে ত লোভ সামলাতে না পেরে খানিকটা করে খেয়ে ফেল। তার চেয়ে না হয় একেবারেই সব জ্বালা চুকিয়ে দাও।

রা-রা। আরে না না নাতনী, ওসব কথা বলিস নি। সেদিন কি হয়েছিল জানিস্? আমি শরীর অসুখের জন্যে চরতে যেতে পারি নি। তোকে ঘুম পাড়িয়ে সমস্ত রাত অনাহারে বাড়ী বসেছিলুম। তা সকালবেলা কতকগুলো শুঁটকো দড়া দড়া উড়ের মাংস এনে হাজির করলে। সে কিছুতেই অসুখ শরীরে মুখে দিতে পারলুম না। তাই বন, পেটের জ্বালায় তোর ডানহাতটা খেয়ে ফেলেছিলুম। তা আবার ত সোনার কাঠি ঘসে সব ঠিক করে দিলুম। তোর উপর আমার কত মায়া জানিস ত।

রাজকন্যা। আচ্ছা আয়ী, তুমি না হয় আমায় মায়া কর। আমায়

যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছ। কিন্তু যখন তুমি মরে যাবে তখন আমার কি দশা হবে? আমায় ত এরা দেখবে আর খেয়ে ফেলবে।

রা-রা। আরে সে ভয় নেই, সে ভয় নেই। আমাদের কি আর মরণ আছে রে বোন?

রাজকন্যা। সে কি, এই ত কত রাক্ষস মরে গেছে শুনেছি। তোমারও এক এক দিন কত অসুখ করে।

রা-রা। আরে অসুখই করুক আর যাই করুক আমরা শীঘ্র মরি না। আমাদের মরণ কিসে হয় তা কেউ জানেও না, আর না জানলে আমাদের মরবার কোন ভয়ও নেই।

রাজকন্যা। না, এ কথাত আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মরবার নাকি আবার কোন নিয়ম আছে।

রা-রা। দূর পাগল মেয়ে, আমি কি তোকে মিছে কথা বলছি। কাউকে যে সে কথা বলবার নয়, নইলে তোকে বলতুম, আর তুই বুঝতে পারতিস যে আমাদের মারা কত শক্ত।

রাজকন্যা। বেশ ত আমায় বুঝিয়েই দাও না। আমি জানলেই কি তোমাদের মারতে পারব? আসল কথাটা এই যে ও সব তোমার মিছে গল্প, আমায় কেবল ভোলাচ্চ।

রা-রা। মিছে গল্প? তবে শুনবি, বলব? আর তোকে বলতে ক্ষতিই বা কি? তুই জানলেও সে কাজ করবার তোর ক্ষমতা নেই।

রাজকন্যা। ওসব আর বাজে কথা শুনে কি করব? তবে বলতে ইচ্ছে হয় বলে যাও। কাণ আছে, শুনে যাই।

রা-রা। দেখ ঐ যে খিড়কির বাগানের পশ্চিম কোনে একটা পুকুর আছে, তার মধ্যিখানে একটা থাম আছে। সেই থামের ভেতর একটা কৌটার মধ্যে—না না এসব কথা বলা ঠিক নয়।

রাজকন্যা। বেশ বলো না। আর বলবেই বা কি! সমস্তই বাজে কথা তা কি আর আমি বুঝতে পারছি না।

রা-রা। বাজে কথা? তবে শোন্, সেই কৌটার মধ্যে এক জোড়া ভোমরা আছে। যদি কেউ এক ডুবে সেই পুকুরের মধ্যে গিয়ে থামটা ভেঙ্গে, সেই কৌটা তুলে আনতে পারে, আর তুলে এনে ভোমরা দুটকে এক কোপে এমন করে মারতে পারে যে তাদের এক ফোঁটা রক্তও ভুঁয়ে পড়বে না, তা হলে আমরা সবাই একেবারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ব। অর্থাৎ একেবারে মরে যাব না, কিন্তু এমন শক্তিহীন হয়ে পডব যে একটা তুচ্ছ লোকও একলা সমস্ত রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করে যেতে পারবে।

রাজকন্যা। ও বাবা, এর ভেতর এত কথা আছে তাত জানতুম না। এখন একটু একটু বিশ্বাস হচ্চে বটে।

রা-রা। আচ্ছা তা হলে তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বস্। আমি চট করে সমুদ্রে নেয়ে আসি। [রাক্ষসীর প্রস্থান।

রাজকন্যা। ওগো শীঘ্র বেরোও। রাক্ষসী গেছে।

(রাজপুত্রের পুনঃপ্রবেশ)

রাজপুত্র। শুনেছি শুনেছি সব শুনেছি! এখনি পুকুরে ডুব দিতে চল্লেম। ছাইয়ের উপর রেখে ভোমরা মারব। তা হলে আর রক্ত ভুঁয়ে পড়বে না। যাই তবে রাজকন্যা।

[বেগে প্রস্থান। রাজকন্যার অপর দিক দিয়া প্রস্থান।

রাক্ষসীগণের প্রবেশ।

গীত।

হাঁই মাই খাঁই হাঁই মাই খাঁই মনিষ্যির গন্ধ পাঁই।
(মোদের) খেয়ে উদর ভরেনাক যায়না ক্ষিধে কি বালাই।

রেতের বেলা ওৎটি পেতে খুঁজি গো শিকার,
বুড়ো যুবো সাদা কালো দোচোখো সংহার,
(তবে) কচি মাথা পেলে পরে মনের সাধে চুষে খাই।
মোদের ফুর্ত্তিভরা প্রাণ,
নাইক চিন্তা নাইক জ্বালা সদাই লবেজান,
সারানিশি নাচি কুঁদি দিন দুপুরে নাক ডাকাই।

১ম রাক্ষসী। একি মাথাটা ঘুরচে কেন? মহুয়াটা কি একটু বেশী খাওয়া হয়েছে?

২য়া রাক্ষসী। ওগো, আমারও যে মাথা ঘোরে! আমি ত নেশা করিনি। তবে এক বেটা কোকেন-খোরের মাংস খেয়েছিলুম বটে।

৩য়া রাক্ষ। না, না, এযে হাত পাঁ কাঁপে। বুক দুরদুর, মাথা বন বন। ভুমিকম্প হচ্ছে নাকি?

অন্যান্য রাক্ষস। একি হল একি হল। প্রাণ কেমন কচ্ছে, বুক ফেটে যাচ্ছে। ওরে কি হল রে।

[কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

(রাজপুত্র ও রাজকন্যা)

রাজপুত্র। এস রাজকন্যা, শীঘ্র চলে এস। আজ তোমার দয়াতেই কার্য্যোদ্ধার হয়েছে। সমস্ত রাক্ষসকুল এমন শক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে এখন একজন সামান্য বালকেও তাদের বিনষ্ট করে যেতে পারে।

রাজকন্যা। আহা, থাক থাক। প্রাণে আর মেরে কাজ নেই। যদিও এরা আমার পিতাকে মেরে তাঁর রাজ্যধ্বংস করেছে, তথাপি রাক্ষসীবুড়ীর কাছ থেকে আমি অনেক আদর পেয়েছি।

রাজপুত্র। বেশ তাহলে এদের প্রাণে আর হত্যা করব না। তবে সবাই এখন নির্জ্জীব হয়ে পয়েছে যে শীঘ্র আর তারা মনুষ্য জাতির অনিষ্ট করতে পারবে না।

রাজকন্যা। তা হলেই হল। আহা, প্রাণে প্রাণে সবাই বেঁচে থাক।

(রাক্ষসী রাণীর প্রবেশ)

রা-রা। কি লো নাতনী, কথা দিয়ে কথা নিলি, জন্মের মতন মেরে গেলি, বাপকে মারার শোধ দিলি। এইবার সবার প্রাণ তোর হাতে। বল্, এখন আমাদের মারবি না রাখবি ?

রাজকন্যা। না, না, আয়ী বুড়ী, তোমাকে কি মারতে পারি ? তোমার যত্ন আমি কখনই ভুলব না। এখন মন খুলে বিদায় দাও আর তোমার নাতজামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

রা-রা। অ্যাঁ, এই আমার নাতজামাই। আহা কি রূপ ! কি রূপ ! ঘরের কোণে বসে বসে কোথায় পেলি লো এমন নাত জামাই ?

রাজকন্যা। এই আয়ীমা, তোমার উদ্দেশ্যেই এদিকে এয়েছিল। আমি হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়ে অাঁচলে বেঁধে নিয়েছি।

রা-রা। আহা, রাখ, রাখ। যত্নকরে অাঁচলে গিরে দিয়ে বেঁধে রাখ্। আর কি বলব, চললিই যখন, তখন আশীর্ব্বাদ করি দুজনে সুখে থাক্। আয় রে সব রাক্ষস রাক্ষসীরা, আমার নাতনী আর নাতজামাইকে আশীর্ব্বাদ করে যা।

(রাক্ষস, বোক্কস, রাক্ষসী, বুক্কুসী ইত্যাদির প্রবেশ)

ও রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে অভিবাদন।

বোক্কস। ওরে বাবা, এ সেই শালা না! রাক্ষস ভাই, রাক্ষস ভাই, দেখ দেখ, শালা রাজকন্যাটিকেও দিব্যি হাতিয়েছে। উঃ শালা যেন প্রেমের বাজবৌরী রে! মেয়েমানুষ দেখেছে কি ছোঁ মেরেছে।

রা-রা। সেকি বোক্কস দাদা, তুমি এঁকে চেন না কি?

বোক্কস। বেজায় চিনি দিদি, বেজায় চিনি। হাড়ে হাড়ে চিনি, শিরায় শিরায় চিনি, মজ্জায় মজ্জায় চিনি।

রা-রা। কেন কেন, হয়েছে কি? ইনি কি তোমার কোন অনিষ্ট করেছেন?

বোক্কস। কিছু না কিছু না। অনিষ্ট কি ইনি কারো কর্ত্তে পারেন? কেবল রাক্ষসজাতিকে করুণার স্রোতে ভাসিয়ে দেবার জন্যেই অনুগ্রহ করে এই দ্বীপে এসেছেন। সবাইকেই ত একরকম জন্মের মত মেরে গেলেন। আর আমার যা উপকার করেছেন— ওগো বাবাগো! সে যে বলতে চোখ ফেটে জল আসে গো!

রাজপুত্র। অমন কচ্ছ কেন? স্থির হয়ে বলনা আমি কি করেছি।

বোক্কস। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা। দোহাই বাবা বিদেশী! তোমার ত একটি বেশ নিজের মত টুকটুকেটি জুটেছে। এইবার ক্ষেমা ঘেন্না করে এই গরিবের বুক্কুসীটি ফিরিয়ে দাওনা ধন।

রাজপুত্র। সে কি, আমি ত তোমার বুক্কুসীর কথা কিছুই জানি না। সে বোধ হয় নেশা টেশা করে কোথাও পড়ে আছে।

বোক্কস। কেন বাবা আর যন্ত্রণা বাড়াও? রাজকন্যার সামনে

স্বীকার করতে লজ্জা করছে বুঝি? তা যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আর লজ্জা কি? এখন দয়া করে বল বুক্কুসীটী কোথায়।

বুক্কুসী। (অগ্রসর হইয়া) এই যে প্রাণেশ্বর, এই যে দাসী শ্রীচরণে।

বোক্কস। হঁ্যা যাও, আর তোমাকে আদর কর্ত্তে হবে না। তোমার ভালবাসা খুব জেনেছি। এতদিনের প্রেম, আর কিনা একটা ফুটফুটে ছোঁড়া দেখে সব ভুলে গেলে?

বুক্কুসী। আরে দুর মড়া, তোকে কি ভুলতে পারি? না হয় আলুটপকা এ দিক ও দিক দু এক চক্কোর প্রেম করে এলুমই বা, তাই বলে সেই জন্যে কি তোকে ছাড়তে পারি? জানিস না আমার সেই পুরাণ গানটা—

ভালবাসি কতজনে
যখন যারে ধরে মনে
তবু নাথ, ঐ চরণে, হয়ে আছি চিরদাসী।

রাক্ষস। তা যথার্থ কথা দাদা। বউদিদিটি আমার এদিকে যাই করুন আর তাই করুন, উনি চিরদিনই তোমা বই আর কারও নয়।

বোক্কস। হঁ্যা, তাই যদি, তবে ফুটফুটে ছোকরা দেখলেই অমন করে ঢলে পড়ে কেন?

রাক্ষস। তাতে কি হল? আরে ছি দাদা! তুমি পণ্ডিত লোক হয়ে এই কথাটা বুঝলে না? যে রমণী যথার্থ পতিব্রতা হয়, সে দু'শ লোকের সঙ্গে প্রেম করলেও তার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় না দাদা, বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। খাঁটি সোনা আগুনেই পুড়ুক আর জলেই পড়ুক, যে খাঁটি সেই খাঁটিই থাকে।

বোক্কস। বটে ভাই বটে! এমন? আহা হা, সতীত্ব ধর্ম্মের কি মহিমা! বুক্কুসীরে! বুঝি জগতকে পাতিব্রত্য শিক্ষা দেবার জন্যেই তুই ধরাধামে এসেছিলি।

বুক্কুসী। কিছু শিক্ষা দেবার দরকার নেই প্রাণেশ্বর। যতদিন জগতে তোমার মত উদার-হৃদয় স্বামী থাকবে, ততদিন আমার মত পতিব্রতারও অভাব হবে না।

রাক্ষস। তা হলে এস আমরাও এদের আশীর্ব্বাদ করে ঘরে ফিরি।

বোক্কস। এস রাজকন্যা, আশীর্ব্বাদ করছি চিরদিন মনের সুখে থেক, আর বুক্কুসীর মত পতিব্রতা হয়ো। এস ভাই, তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো, যেন একটু বেশী দিন বেঁচে থেক, আর চেহারাটি যেন এমনি লাল টুকটুকেই থাকে। (জনান্তিকে) উঃ ঢের ঢের বিচ্ছু ছেলে দেখেছি বটে বাবা, কিন্তু এমন বেধড়ক বেয়াড়া আমার বাপের জন্মে দেখিনি।

[রাক্ষসাদির প্রস্থান।

রাজপুত্র। এস রাজকন্যা, এইবার আমরা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু বেঙ্গমা বেঙ্গমীকে স্মরণ করি।

(পালক বাহির করিয়া দগ্ধ)

(বেঙ্গমা বেঙ্গমীর প্রবেশ)

গীত।

ডাকটি শুনে এলেম ছুটে আকাশে ভেসে।
ঘুচল দুখের অমানিশা সুখ উষা হাসে।
কাজটি হল সারা, (এখন) ফিরে চল ত্বরা,
মিলেছে মনের মতন কেমন রতন মিষ্টি বুকভরা—
ভাল থাক, ওগো সুখে থাক, মনের হরষে।

বেঙ্গমা। তোমার সমস্ত বৃত্তান্তই আমরা অবগত আছি। তোমার কার্য্যোদ্ধারে আমাদের মনে যে কি অতুল আনন্দ হয়েছে তা আর একমুখে কি জানাব।

রাজপুত্র। যা হয়েছে তা সমস্তই আপনাদের কৃপায়। না হলে কার্য্যোদ্ধার ত দূরে থাক, রাক্ষস পুরীতে আসবার পর্য্যন্ত আমার সম্ভাবনা ছিল না।

বেঙ্গমী। তোমার সৎসাহস আর বন্ধুবাৎসল্য গুণেই তুমি এমন অদ্ভুত কার্য্য করতে সমর্থ হয়েছ। ভগবান তোমায় তার পুরস্কার কতক দিয়েছেন। আর আজীবন অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে সে পুরস্কার পূর্ণ হবে।

বেঙ্গমা। এখানে আর অবস্থান বৃথা। চল আবার মানুষের দেশে ফিরে যাই।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বতগুহা।

(রাজপুত্র, রাজকন্যা, বেঙ্গমা ও বেঙ্গমী)

রাজপু। কতক্ষণে বন্ধুদের মুখগুলি দেখব, কতক্ষণে আবার তাদের সঙ্গে গলা ধরাধরি করে কথা কইব, মন বড় চঞ্চল হচ্চে।

বেঙ্গমা। এই যে এই গুহার ভিতর পদ্মপত্রে মুড়ে আমি তাদের মুণ্ডগুলিকে সযত্নে রেখে দিয়েছি। এস তাদের পুনর্জ্জীবিত করবার ব্যবস্থা করা যাক।

(মুণ্ড বাহির করণ)

রাজ। আহা, মৃত্যুর করাল ছায়া পড়ে বন্ধুদের হাস্যময় সুন্দর মুখগুলি কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিই ধারণ করেছে! এ দৃশ্য আর অধিকক্ষণ দেখা যায় না।

বেঙ্গমা। অধিকক্ষণ দেখবার প্রয়োজন নাই। সোনার কাঠি বের করে সকলকে স্পর্শ কর।

(রাজপুত্র কর্ত্তৃক বন্ধুগণের মস্তকে সোনার কাঠি স্পর্শ,
সকলের গাত্রোত্থান।)

তিনবন্ধু। রক্ষা কর, ভ ষণ সর্প, সাবধান রাজপুত্র, আত্মরক্ষা কর।

রাজপুত্র। চুপ চুপ, ভালকরে চোখমেলে চাও, সব সুমঙ্গল, কোন ভয় নাই।

মন্ত্রী। তাই ত ভাই, ব্যাপারটা কি বল দেখি? আমি ত এখনও ঠিক করতে পারছি না কতটা স্বপ্ন, কতটা সত্য!

রাজপুত্র। আগে তোমাদের প্রাণদাতা এই দেবপক্ষীদ্বয়কে প্রণাম কর, তার পর সে সব কথা।

[সকলের বেঙ্গমা বেঙ্গমীকে প্রণাম করণ ও তাহাদের প্রস্থান।

কোটা। আচ্ছা এইবার বল সাপের ব্যাপারটা কি। আমার ত বেশ স্পষ্ট মনে হচ্চে যে এক ভীষণ অজগরের সঙ্গে আমি যুদ্ধে পরাস্ত হলেম, আর সে আমায় জড়িয়ে গিলতে অরম্ভ করলে। সেটা ত স্বপ্ন নয়।

রাজপুত্র। না ভাই, স্বপ্ন নয়। যথার্থই তোমাদের তিনজনকেই সাপে গিলেছিল। তবে যখন ভগবানের কৃপায় আর এঁদের সাহায্যে

রাক্ষসদের দেশ থেকে সোনার কাঠি এনে তোমাদের আবার বাঁচাতে পেরেছি, তখন সে ঘটনা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্রই মনে করো, আর স্মৃতি থেকে সেটা একেবারে বিলুপ্ত করে দাও।

কোটাল। (রাজকন্যাকে দেখাইয়া) এই ইনিই কি তোমার সোনার কাঠি ?

রাজ। না ভাই, উনি হীরের কাঠি। সোনার কাঠিও ওঁর তুলনায় মূল্যহীন। উনি না সাহায্য করলে আমি কিছুই করতে পারতেম না।

মন্ত্রী। বন্ধু ত হেঁয়ালিতে কথা কইতে লাগল। আপনার পরিচয়টা আপনি নিজে কি দয়া ক'রে দেবেন না ?

রাজকন্যা। আপনাদের বন্ধু রাক্ষসদেশ জয় করে আমাকে অচ্ছেদ্য পাশে বন্ধন করে চিরবন্দিনী করে এনেছেন। সুতরাং যুদ্ধের নিয়মানুসারে আমি ক্রীতদাসী।

কোটা। বন্ধু, আমি বলছিলেম কি, আর একবার রাক্ষসদের দেশে গেলে হয় না ?

রাজপুত্র। আর যেয়ে কি করবে ভাই ? রাক্ষসপুরীর শীর্ষমণি আমি অপহরণ করে এনেছি। এখন দেশ অন্ধকার।

মন্ত্রী। যা হ'ক ভাই, তোমাকে এমন রমণী-রত্ন লাভ করিয়ে দেবার জন্য আমরা শতবার সাপের পেটে যেতে প্রস্তুত আছি।

কোটা। কিন্তু একেই বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল। কেউ গেলেন সাপের পেটে, কারো ভাগ্যে পায়েস পিঠে।

রাজপুত্র। কেন ভাই, তোমরা ত সাপের পেটে গিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছিলে, আবার নিদ্রাভঙ্গে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছ। আর আমি দেখ কত কষ্ট করে, কত ঘুরে, সাত সমুদ্র তের নদীর

পারে রাক্ষসদের মুখের গোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে, শেষে এই মায়াবিনীর মায়াডোরে জন্মের মত বাঁধা পড়ে গেলাম।

কোটা। তা ভাই, বাঁধা পড়ে যে নেহাত খারাপ আছ, এমনতরটা ত বোধ হচ্চে না।

রাজপুত্র। কেন, আমার অদৃষ্ট দেখে কি হিংসে হচ্চে?

কোট। তা স'ত্যি কথা বলতে কি, একটু একটু হচ্চে বৈ কি।

রাজকন্যা। আহা, তোমার এই বন্ধুটির জন্য যদি তোমার সেই প্রেমিকা বুক্কুসীটিকে আনতে পারতে, তবে বড়ই সুবিধা হত।

রাজপুত্র। বুক্কুসীটিকে আনলে শুধু এ বন্ধুটির কেন, তিনটি বন্ধুর কুলিয়েও বিস্তর বাকী থাকত। তাঁর উদার অনন্ত প্রেম-পারাবারের অগম জলে একটা চূড়ামণিযোগের স্নানকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু সেটিকে ত আর পাওয়া যাচ্চে না, সুতরাং তার জন্যে আর দুঃখ করে কি হবে? তার চেয়ে চল শীঘ্র করে দেশে ফিরে যাওয়া যাক। তারপর সেখানে গিয়ে বন্ধুগুলির হস্তপদও এমনি করে সোণার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দিয়ে তাদের দেশভ্রমণের বাসনাটাকে জন্মের মত দেশছাড়া করে দেওয়া যাক্।

মন্ত্রী। দেশভ্রমণকে নিন্দে করোনা। বেরিয়েছিলে বলেই ত আজ এমন অঙ্কলক্ষী লাভ কর্ত্তে সমর্থ হয়েছ।

রাজপুত্র। সে ভাই, অদৃষ্টের কথা। আমার অদৃষ্টে যখন উনি নৃত্য কচ্চেন, তখন আমি যদি রাক্ষসদেশে না আসতুম, ত অঙ্কলক্ষীকে নিজে এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গিয়ে আমার গলায় বরমাল্য দিয়ে আসতে হত। আমি এখানে দয়া করে এসে কেবল ওঁর পথকষ্টটা ঘাঁচিয়ে দিলুম।

রাজকন্যা। দেখ বন্ধুসকল, কি অবিচারের কথা। তখন আমায়

ভয় দেখিয়ে বরমাল্যটা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এখন কি রকম জোর কথা কইচে।

মন্ত্রী। কয়ে নিক, কয়ে নিক। প্রথম প্রথম দু' একটা জোর জোর কথা কয়ে নিক। তারপর আজীবন জোরের কথা কইবার অধিকারটা তোমারই ত দাঁড়াবে।

রাজপুত্র। কি বন্ধু, ভয় দেখাচ্চ না কি? মনে থাকে যেন তোমাদেরও জোরের কথা কইবার লোক আসছে।

রাজকন্যা। হাঁ চল। সেই যোগাড়ই শীঘ্র করে করা যাকগে।

মন্ত্রী। বেশ, তবে এইবার চল এ পালা সাঙ্গ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

(পট পরিবর্ত্তন)

কল্পনা-রাজ্যের উজ্জ্বল দৃশ্য।

(সমবেত সঙ্গীত)

আমার কথাটি ফুরুল, নটে গাছটি মুড়ুল,
কেন বা নটে মুড়ুল তা কে জানে।
কার গরুতে খেয়েছিল কাদের কলাপাত,
কোন বউটো রাখালেরে দেয়নি খেতে ভাত,
সে যে, অনেক দিনের কথা কারো নাই মনে।
শুধু, ক্ষুদে পিঁপড়ের চরণেতে এইটি নিবেদন,
কুটুর কুটুর কামড়োনাকো যাদু বাছাধন,
মিষ্টি খেয়ে পুষ্ট হলে, বিষটি কেন ধর হুলে,
পেটটি যদি ভরে নাক কামড়ে কি সুখ পাও প্রাণে।
না হয় দুটো মিষ্টি বলে যাওনা সখা ঘরে চলে,
মিষ্টি মুখে শেষটি বল তুষ্ট হলে সবজনে।

যবনিকা